اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। (আন্ নিসা 4:60)

রোয়েদাদ জলসা দোয়া

[দোয়ার উদ্দেশ্যে জলসার কার্যবিবরণী]

হযরত সৈয়্যদনা ও ইমামানা আলী জনাব মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সাহেব মসীহে মওউদ ও মাহ্‌দীয়ে মাসউদ - এর আহ্বানে এ জলসা দারুল আমান কাদিয়ানে ১৯০০ সনের ২ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়।

রোয়েদাদ জলসা দোয়া

লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)
বঙ্গানুবাদ	ঃ	মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
সংস্করণ এবং বর্ষ	ঃ	প্রথম সংস্করণ (বাংলা) অক্টোবর, ২০২১ ভারত
সম্পাদনায়	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	ঃ	১০০০
প্রকাশক	ঃ	নাজারত নশর ও এশায়াত,সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া,কাদিয়ান,গুরদাসপুর,পাঞ্জাব
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস,কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Ruidaad Jalsa Duaa

Author :
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad
The Promised Messiah & Mahdi[as]
Translator :
Mohammad Mutiur Rahman
Edition & Year :
1st Edition (Bengali) October, 2021 India
Review & Edited by:
Bangla Desk, India
Copies :
1000
Published by :
Nazarat Nashr-o-Ishaat
Sadr Anjuman Ahmadiyya,
Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed by :
Fazle Umar Printing Press,
Qadian, Gurdaspur, Punjab

প্রকাশকের কথা

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্দী আলাইহেস্ সালাম-এর একটি ঐতিহাসিক খুতবার সংকলন হ'ল **'রোয়েদাদ জলসা দোয়া'**, যা ১৯০০ সনের ২ ফেব্রুয়ারী হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-দারুল আমান কাদিয়ানে প্রদান করেছিলেন। বক্তৃতাটির বাংলা সংস্করণ পুস্তক আকারে সর্ব প্রথম ২০০৫ সালে **'রোয়েদাদ জলসা দোয়া'** (দোয়ার উদ্দেশ্যে জলসার কার্যবিবরণী) শিরোনামে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক খুতবাটির অনুবাদ করেছেন **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**।

পুস্তকটির পুনঃপ্রকাশে নতুনভাবে কম্পোজ করেছেন মোকাররমা বুশরা হামিদ সাহেবা এবং আরবী সহ সম্পূর্ণরূপে পুস্তকটির সেটিং এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল উর্দূর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন মোকাররম জাহিরুল হাসান সাহেব ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান। পুস্তকটির রিভিউ করেছেন মোকাররম আবু তাহের মন্ডল সাহেব সদর রিভিউ কমিটি বাংলা এবং মোকাররম রফিকুল ইসলাম সাহেব (এম .এ)। প্রুফ দেখেছেন মোহতরমা সাজিদা খাতুন সাহেবা।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-এর অনুমোদনে পুস্তকটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

পুস্তকটির প্রকাশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আল্লাহ্তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং ইহার মুদ্রন সার্বিক ভাবে কল্যাণময় করুন। আমিন।

কাদিয়ান
অক্টোবর, ২০২১

হাফিয মখদুম শরীফ

নাযির নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

দু'টি কথা

(বাংলাদেশ)

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাঞ্জাবের ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানরা শিখ শাসনের নির্মম নির্যাতন ও নিষ্পেষণ থেকে রক্ষা পায়। শিখ শাসনামলে মুসলমানগণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম কর্ম করতে পারতো না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুসলমান আযান দিলে নাকি শিখদের সব কিছু অপবিত্র হয়ে যেতো আর এর ক্ষতিপূরণ সেই মুয়ায্যিনকে দিতে হতো।

বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে যার যার ধর্ম-কর্ম করতে পারলো। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.) এ প্রেক্ষাপটে সে স্থানে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকে আল্লাহর আশিস বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বীরত্বের সাথে মু'মিনসুলভ কথা বলেছেন। তিনি একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকারের প্রশংসা করেছেন অন্যদিকে তাদের তথাকথিত খোদাওন্দ খোদা ঈসা মসীহ্‌র মৃত্যু প্রমাণ করে সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়াকে 'তোহফায়ে কায়সারিয়া' বই লিখে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন।

মুসলিম আলেম-ওলামা সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইলেন না। তারা একদিকে হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে একথা বলে সাধারণ মুসলমানদেরকে উস্কানোর চেষ্টা করলেন, মির্যা সাহেব ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ তাই তিনি তাদের আগমনকে আল্লাহ্‌র আশিস বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যদিকে ইংরেজদের উস্কে দেয়ার জন্যে তারা তাঁর বিরুদ্ধে এ কথাও রটাতে লাগলেন, তিনি এমন এক মাহ্‌দীর দাবী করেছেন যিনি সুদানী মাহ্‌দীর মত ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবেন। এ উভয় প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আর ট্রান্সভাল যুদ্ধে ইংরেজদের সফলতার জন্যে দোয়ার উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৯০০ সনের ২ ফেব্রুয়ারী ঈদুল ফিতরের দিনে কাদিয়ানে

এক জলসার আয়োজন করেন এবং নামাযের পরে এক ঐতিহাসিক খুতবা দেন। এ খুতবাই 'রোয়েদাদ জলসা দোয়া' নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ইংরেজ সরকার সে সময় ট্রান্সভাল নামে একটি ছোট রাজ্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। উপকারী সরকারের উপকার স্বীকার করার উদ্দেশ্যে তাদের পক্ষে দোয়ার জন্যে এ জলসার আয়োজন। এটাকে বক্র দৃষ্টিতে দেখার কোন অবকাশ নেই। ইসলামী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি (আ.) এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহ তদানিন্তন ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম মনীষীরাও বিস্মৃত হন নি। সকলেই কম বেশি ইংরেজ সরকারের প্রশংসা করেছেন। অথচ হযরত মির্যা সাহেবের বেলায়ই প্রশ্ন তোলা হয়, তিনি ইংরেজ সরকারের প্রশংসা করেছেন। তিনি ইংরেজদের দালাল (নাউযুবিল্লাহ্)। সে যা-ই হোক নিচে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ইংরেজ সরকারের প্রশংসার বাস্তব বক্তব্য তুলে ধরলে অত্যুক্তি হবে নাঃ

১। আহলে হাদীসের প্রবক্তা মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব লেখেনঃ

"মুসলমান প্রজাগণ তাদের সরকারের, তা সে যে কোন ধর্মের হোক না কেন, যেমন- ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতির অধীনে নিরাপত্তা ও প্রতিশ্রুতিতে মুক্তভাবে ধর্মীয় রীতি পালন করতে থাকলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বা তাদের সাথে যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা নাজায়েয। এর ভিত্তিতে হিন্দুস্তানের ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা বা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলমানদের জন্যে হারাম (ইশআতে সুন্নাহ, ১০ খন্ড, পৃ: ৮৭)।

২। মাওলানা মাওদূদী তাঁর সুদ নামক পুস্তকে লিখেছেনঃ "হিন্দুস্তান সেই সময় নিঃসন্দেহে 'দারুল হারব' ছিল যখন ইংরেজ সরকার এখানে ইসলামী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার চেষ্টা করছিল। সে সময় মুসলমানদের অবশ্যই কর্তব্য ছিল, তারা হয়তো ইসলামী সাম্রাজ্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতো; নয়তো এতে বিফল হওয়ার পরে এদেশ থেকে হিজরত করতো; কিন্তু যখন তারা পরাভূত হলো আর ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন আর

হিন্দুস্তান 'দারুল হারব' থাকলো না। কেননা, এখানে কোন রকমের ইসলামী বিধি বিধানকে রহিত করা হয় নি বা মুসলমানদের কোন রকমের শরীয়তের আদেশ-নিষেধ থেকে বাধা দেয়া হয় নি।" (সুদ, প্রথম খন্ড, পৃ: ৭৭, টাকা, প্রকাশিত মকতবা জামাতে ইসলামী, লাহোর, পাকিস্তান)

৩। স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনাকে বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছেন বরং হারামীপনার কাজ বলেছেন এবং মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, এ রকমের বিদ্রোহ ইসলামী নীতির সর্বৈব লঙ্ঘন। (আসহাবে বাগাওয়াতে হিন্দ, প্রণেতা স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান)।

৪। আল্লামা ইকবাল মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে ১১০ পৃষ্ঠার শোক-গাঁথা লিখতে গিয়ে বলেন :

"হে ভারত! তোর মাথা থেকে খোদার ছায়া উঠে গেছে, (১৯১১ সনের দিল্লী দরবারে অভিষেক উপলক্ষ্যে স্বরণিকা ঃ সংকলনকারী; মুন্সী দীন মুহাম্মদ, সম্পাদক, মিউনিসিপ্যাল গেজেট, লাহোর, পৃ: ৫০৭)।

৫। ১৮৮৭ সনে মাওলানা আলতাফ হুসায়েন হালী লেখেন: "বৃটিশ সম্রাটের পরিবারবর্গের ওপরে খোদার ছায়া থাকুক। আর হিন্দুস্তানের নব প্রজন্মের ওপরে থাকুক ব্রিটিশ সরকারের ছায়া।" (কুল্লিয়াতে নযমেহালী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭০)।

এ রকম আরও অনেক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা যেতে পারে। এথেকে এটা প্রমাণিত হয়, বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম হয়ে গেল এবং মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম পালনে কোন বাধা বিঘ্ন ছিল না তখন আর ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বলা সঙ্গত ছিল না।

এই বইটি উর্দু থেকে অনুবাদ করেছেন জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান। জনাব আলহাজ্ব নুরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী উর্দুর সাথে মিলিয়ে বইটির অনুবাদ দেখে দিয়েছেন।

উক্ত পুস্তিকার প্রথম সংস্করণে ৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অনুবাদ করা হয়েছিল। বর্তমানে মূল পুস্তকের সাথে মিলিয়ে অবশিষ্ট ৩১ পৃষ্ঠার "সুসংবাদ" নামক শিরোনাম

থেকে ৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অনুবাদ করে সংযুক্ত করা হল। উক্ত অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেছেন মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব।

আল্লাহ তা'লা সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ

মোবাশশেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,

[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ ১৮৩৫ খৃ. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ ১৯০৮ খৃ.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন

এবং ৯০টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষনা করার আদেশ প্রদান করেন যে,সে তাকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কোরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

রোয়েদাদ জলসা দোয়া

২ রা ফেব্রুয়ারী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ঈদ উল ফিতরের দিন হযরত মসীহ মওউদ আলায়হেস্ সালাম-এর তাহরিকে ইংরেজ সরকারের সাফল্যের নিমিত্তে দোয়ার উদ্দেশ্যে একটি সার্বজনিক জলসার আয়োজন করা হয়। যেখানে কাদিয়ান এবং নিকটবর্তী গ্রামগুলি ছাড়াও আফগানিস্থান, ইরাক,মাদ্রাস,কাশ্মীর এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে এক হাজারের কাছাকাছি জনসমাগম হয়েছিল। কাদিয়ানের পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন ঈদগাহ্তে ঈদের নামায আদায় করা হয়। হযরত মৌলবী নূরউদ্দীন রাযিআল্লাহুআনহু ঈদ উল ফিতরের নামায পড়ান। নামাযের পরে হযরত মসীহ্ মওউদ আলায়হেস্ সালাম অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী একটি খুতবা প্রদান করেন। যেখানে সূরা আন্ নাস'-এর সূক্ষ্ম রহস্যাবলী এবং ঐশী তত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যখ্যা তুলে ধরেন এবং শাসকের অধিকার বর্ণনা করে ইংরেজ সরকার দ্বারা প্রদত্ত কল্যাণের কারণে তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার উপদেশ প্রদান করেন। ঈদের খুতবার পরে ট্রান্সভালের যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ের উদ্দেশ্যে দোয়ার তাহরিক করেন। তথায় উপস্থিত সকলে পূর্ণ উদ্দীপনা এবং নিরপেক্ষতার সাথে দোয়া করেন। সেই কারনেই এই আয়োজনের নাম **"জলসা দোয়া"** রাখা হয়। হুজুর (আ.) আহত বৃটিশ সেনাদের উদ্দেশ্যে চাঁদা প্রেরণের জোরালো প্রস্তাব করেন। যখন পাঁচ'শত রুপিয়া চাঁদা একত্রিত হয় তখন সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে তা প্রেরণ করে দেয়া হয়। পরিশেষে আমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্নিকটে, যিনি এই যুগের হেদায়েতের জন্য কৃপা এবং দয়াপরবশ হয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ আলায়হেস্ সালামকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর সমীপে অত্যন্ত বিনয়,বিনম্রতা আর আবেগের সাথে দোয়া করছি সে যেন এই ঐশী রত্নরাজির পাঠককুলকে সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক পুরষ্কার প্রদান করেন আর তাদের উপর আপন বিশেষ কৃপা এবং অনুগ্রহরাজির বারিপাত করেন। যেন এই ঐশী রত্নভান্ডার তাদের এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কল্যাণের কারণ সাব্যস্ত হয়। আমীন।

খাকসার

মওলানা জালালুদ্দীন শাম্স

২ রা নভেম্বর ১৯৬৪ ইং

ٹائیٹل بار اول

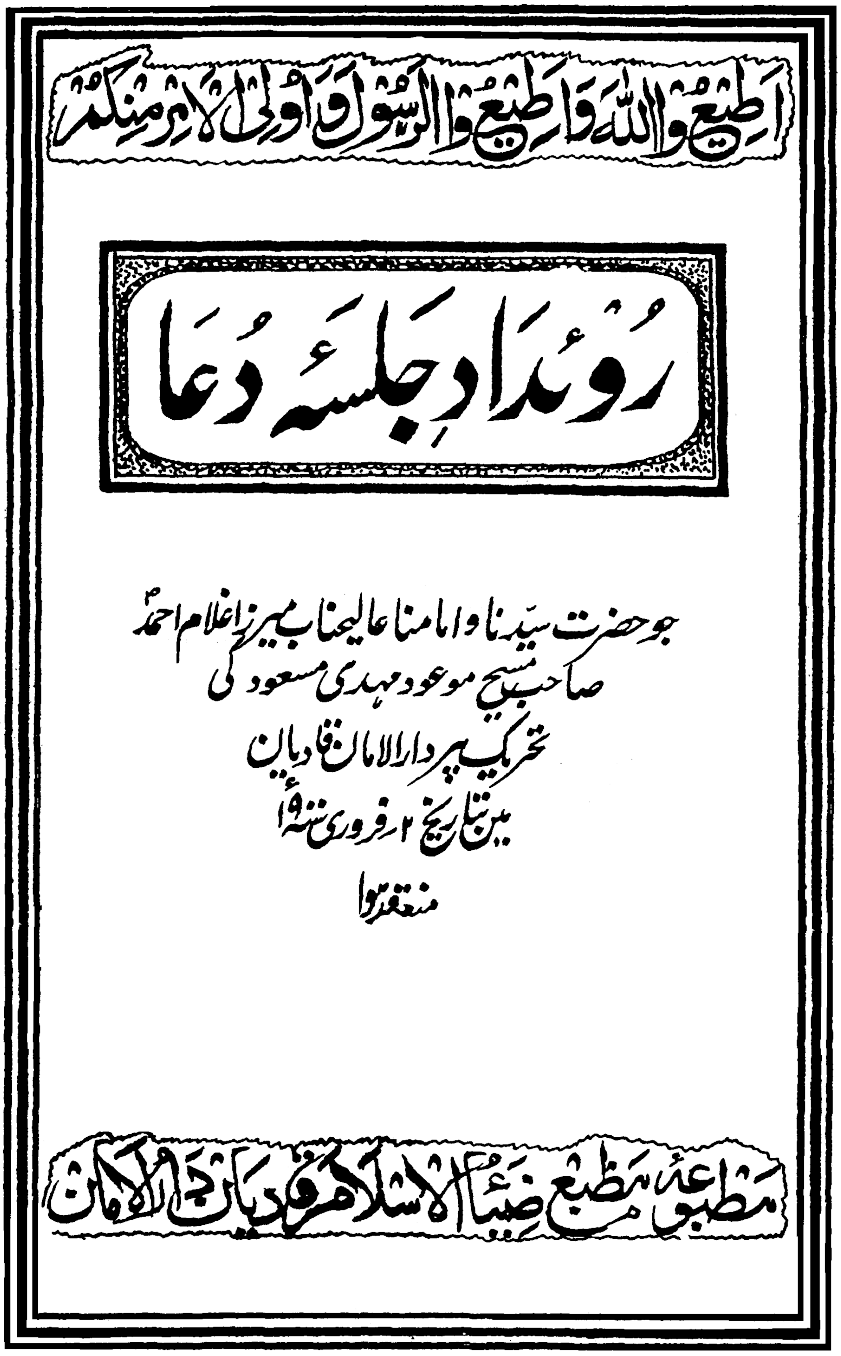

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নুসাল্লি ‘আলা রসূলিহিল কারীম

রোয়েদাদ জলসা দোয়া

(দোয়ার উদ্দেশ্যে জলসার কার্যবিবরণী)

যা ১৯০০ সনের ২ ফেব্রুয়ারী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-
এর ঘোষণানুযায়ী দারুল আমান কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়

আমরা দর্শকদের কাছে দোয়ার উদ্দেশ্যে জলসার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করার আগে প্রথমত এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেয়া আবশ্যকীয় মনে করি, খোদা-ভীরুদের নেতা, এ ভূখন্ডে আল্লাহ্‌র অকাট্য দলীল-প্রমাণের পূর্ণতা দানকারী জনাব হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব, কাদিয়ানের প্রধান, যুগ-মসীহ্‌ (আ.) যেভাবে সাধারণ সৃষ্টির কল্যাণকামী তেমনিভাবে সমসাময়িক সরকারের প্রতিও আন্তরিকভাবে বিশ্বস্ত ও কল্যাণকামী। এটা তাঁর কল্যাণময় সত্তার অংশ-বিশেষ। তিনি প্রজাদের অধিকার ও সরকারের অধিকারকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আর নিজ জামাতের লোকদের হৃদয়ে এ অনুগ্রহশীল সরকারের অনুগ্রহসমূহকে এমন কার্যকর ও বিচিত্র সৌন্দর্যের আকারে মিশ্রিত করে ঢেলে দিয়েছেন যাতে এ সরকারের বিরুদ্ধে এ পবিত্র জামাতের অন্তর থেকে কপটতাসুলভ কালিমা সহসা এমনভাবে বিলীন হয়ে গেছে যে, এর কোন চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। এটা সেই রঙ্গই ছিলো যা গোঁড়া ও মূর্খ মোল্লাদের সান্নিধ্যে নিরীহ, সরল হৃদয় এবং বোকা মুসলমানদের ধমনীতে প্রবাহিত করা হচ্ছিল।

আর তারা এমন আন্তরিকতার সাথে ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বস্ত ও কৃতজ্ঞ হয়ে

গেছে যেভাবে কোন ইসলামী সরকারের প্রতি হওয়া উচিত ছিলো। একথা সরকারেরও অজানা নয়, শ্রদ্ধেয় লেখকের পরিবার সব সময় এ সরকারের বিশ্বস্ত ও নিবেদিতচিত্ত এবং প্রতি সংকটের সময়ে নিজস্ব সামর্থ্য অপেক্ষাও অধিক সেবা করে আসছেন। এথেকে সরকারের প্রশাসন নিজেরাই ফলাফল বের করতে পারেন যে, জনাব মির্যা সাহেবের পরিবারের প্রথম থেকেই এ সরকারের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। যদিও হযরত সাহেবের পিতৃপুরুষ সৈন্য-সামন্ত দিয়ে সাহায্য করতেন তবুও তিনি নিজের রঙ্গে চিত্তবিগলিত দোয়ার দ্বারা সাহায্য করতে অবহেলা দেখাতেন না। অতএব যখনই সীমান্তে, আফগানিস্তানে বা বেলুচিস্তানে বা বার্মায় যুদ্ধ ও সংঘর্ষ লেগে যেত তিনি দোয়া করতেন। হযরত সাহেব মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসবে বড়ই আনন্দ-উৎসব করেছিলেন এবং জলসার আয়োজন করে খোদার দরবারে তাঁর দীর্ঘজীবন ও উচ্চ মর্যাদা কামনা করেছিলেন। তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনে শুধু দরবেশী জীবন যাপন করতেন এবং সর্বদা নির্জনতা ও একাকীত্ব পছন্দ করতেন। তাই কেবল দোয়া ছাড়া আর কিভাবে তিনি, তার অনুগ্রহভাজন সরকারের সাহায্য করতে পারতেন? অতএব যখন ব্রিটিশ সরকারকে এমন এক জাতি, যাকে গোপনে অন্য জাতি সাহায্য করছিলো আর এতে আমাদের সরকার অন্যায়ভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাই এ উপলক্ষ্যেও সৃষ্টির প্রতি দরদের ভিত্তিতেই তিনি এটা যথাযোগ্য মনে করলেন যেন বিজয়ের জন্যে দোয়া করা হয়। অতএব ১ ফেব্রুয়ারী হযরত আকদস নিজের জামাতের সেসব লোক, যারা আফগানিস্তান, ইরাক, হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহর যেমন- মাদ্রাজ, কাশ্মীর, শাহজাহানপুর, জম্মু, মথুরা, ঝং, মুলতান, পাটিয়ালা, কপুরথলা, মালিরকোটলা, লুধিয়ানা, শাহপুর, সিয়ালকোট, গুজরাত, লাহোর, অমৃতসর, গুরদাসপুর প্রভৃতি জেলাসমূহ থেকে এসেছিলেন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, আমরা চাই যেন ঈদের দিনে ব্রিটিশ সরকারের সফলতার জন্য দোয়া করা হয়। এটা শুনে সবাই খুশি মনে তা পছন্দ করেন।

এতদুদ্দেশ্যে ঈদের দিন প্রায় ৮টার সময়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামাতকে কাদিয়ানের পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি পুরাতন বিরাট ঈদের মাঠে সমবেত করলেন। তিনি আসলেন এবং ১টার মধ্যে দূরের ও কাছের

গ্রামের লোকেরা সেখানে সমবেত হলেন। পরে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও সময়ের অনন্য ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব ঈদুল ফিতরের নামায পড়ালেন। নামায থেকে অবসর হয়ে আলী হযরত ইমামুয্যামান দাঁড়িয়ে খুবই পান্ডিত্যপূর্ণ ও তাত্ত্বিক ভাষায় খুতবা প্রদান করেন। বক্তৃতা এত প্রভাবশালী ছিল যে, লোক সকল, যা হাজারের কম হবে না ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। আর এ বক্তব্য খুবই বিস্তারিত ও সহজ-সরল ছিলো। গৃহপালিত পশুর ন্যায় জীবন যাপনকারী গ্রাম্য লোকেরাও প্রভাবিত হয়ে একথা বলে উঠলো, হযরত আকদস সঠিক কথাই বলেছেন। এ বক্তৃতা দ্বারা যা আসল বক্তব্যে প্রতীয়মান হবে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সাথে প্রতিচ্ছায়ারূপ শাসকের অধিকার তিনি কিভাবে চিত্রিত করলেন; কিভাবে প্রজাদের বলা হলো যে, এ ব্রিটিশ সরকারের কী কী অনুগ্রহ মুসলমানদের ওপরে রয়েছে! আর আমাদের মুসলমানগণকে কুরআনী শিক্ষার আলোকে কী পরিমাণ সরকারের বিশ্বস্ততা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে বাধ্য করা হয়েছে। দুনিয়াতে এমন কি কেউ আছে, যে এভাবে ধর্মীয় আলোকে ব্রিটিশ সরকারের অধিকার আন্তরিকতা ও পুণ্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারে? এটা এমনই শক্তিশালী পুরুষের কাজ যিনি তার জামাতের লোকদের অন্তরে সরকারের জন্যে সত্যিকারের ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর স্বীয় জামাতকে লিখিতভাবে ও বক্তৃতার মাধ্যমে নির্দেশ সহকারে বলেছেন, তোমাদের মাঝে যদি কোন একজন এক সরিষা দানা পরিমাণেও নিজের সরকারের সাথে কপটতাসুলভ আচরণ করে তাহলে সে আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না এবং সে খোদা ও রসূলের অমান্যকারী হবে। কেননা, আমরা কোন ব্যক্তিগত কল্যাণ বা কোন প্রকার নিজ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্রিটিশ সরকারের প্রশংসা ও গুণগান করি না বরং ইসলাম ধর্মের শিক্ষার আলোকে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সুবাদে আমরা নিতান্ত অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সাথে কথা ও কাজে বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেই, আমরা কোন খেতাব বা জমি-জায়গীর পাওয়ার জন্যে কপটতাপূর্ণ চালবাজি বা তোষামোদ করাকে হারাম মনে করি। অতএব বক্তৃতাটি হুবহু নিচে লেখা হচ্ছে। এজন্যে আমাদের অধিক বলার প্রয়োজন নেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদত্ত

খুতবা

যা ঈদুল ফিতরের নামাযের পর পাঠ করা হয়

আল্লাহ্ তা'লার কাছে মুসলমানদের অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কেননা, তিনি তাদেরকে এমন একটি ধর্ম দান করেছেন যা জ্ঞানের দিক থেকে, কর্মের দিক থেকে, প্রত্যেক প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কথা-বার্তা এবং সব রকমের অকল্যাণ থেকে পবিত্র। মানুষ যদি গভীর মনোনিবেশ ও চিন্তাসহকারে দেখে তাহলে সে জানতে পারবে, প্রকৃতই সব রকমের প্রশংসা ও গুণের যোগ্য হলেন আল্লাহ্ তা'লা। আর কোন মানব বা সৃষ্টি প্রকৃত ও সত্যিকার অর্থে প্রশংসা ও গুণের অধিকারী নয়। মানুষ যদি স্বার্থহীনভাবে দেখে তাহলে তার নিকট সহসা এটা প্রতীয়মান হবে, কোন সত্তা যদি প্রশংসার অধিকার লাভ করে তাহলে হয়ত সে এজন্যে অধিকারী হতে পারে যে, কোন এক যুগে যখন কোন সত্তা ছিল না এবং সত্তার কোন সংবাদও ছিল না তখনও তিনি ছিলেন তাদের সৃষ্টিকর্তা। অথবা এ কারণে এমন যুগে যখন কোন সত্তা ছিল না আর জানাও ছিল না যে, সত্তা, সত্তার অমরত্ব; স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য কী উপকরণের প্রয়োজন তিনিই সেসব উপকরণ সরবরাহ করেছেন। অথবা এমন এক যুগে যখন তাদের ওপরে বহু বিপদ আপদ আসতে পারতো অথচ তিনি দয়া করেছেন এবং তাদেরকে নিরাপদে রেখেছেন। আর হয়ত এ কারণেও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন, তিনি পরিশ্রমীর পরিশ্রম নষ্ট করেন না এবং পরিশ্রমীর পাওনা পুরোপুরি দিয়ে দেন। যদিও বাহ্যত মজুরীর জন্যে যে কাজ করে তার অধিকার প্রদান এক রকম বিনিময়, কিন্তু এমন ব্যক্তিও অনুগ্রহশীল হতে পারেন যিনি পুরোপুরি পাওনা আদায় করে দেন। এসব উচ্চ পর্যায়ের গুণই কাউকে প্রশংসা ও গুণগানের অধিকারী করতে পারে।

এখন মনযোগ সহকারে দেখে নাও, সত্যিকার অর্থে এসব প্রশংসার যোগ্য হবেন কেবল আল্লাহ্ তা'লা যিনি পরমোৎকর্ষের সাথে এসব গুণে বিভূষিত।

আজ কারও মাঝে এসব গুণ নেই।

প্রথমত, সৃষ্টি ও লালন-পালনের গুণকেই দেখো। এ গুণ সম্বন্ধে যদিও মানুষ ধারণা করতে পারে যে, মা-বাবা ও অন্যান্য অনুগ্রহপরায়ণের কোন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে, যার ভিত্তিতে তারা অনুগ্রহ করে। এর দলীল-প্রমাণ এই– যেমন, শিশু স্বাস্থ্যবান, সুঠামদেহী, সুন্দর ও নাদুস-নুদুস জন্ম নিলে মা-বাবা খুব খুশী হয়ে থাকেন। আর যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে খুশী ও আনন্দ আরও বেড়ে যায়। ঢোল বাদ্য বাজানো হয় (আনন্দ ফূর্তি করা হয়)। কিন্তু যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে সেই ঘরে শোকের রোল ওঠে, সেই দিন শোক দিবস পালিত হয় এবং নিজের মুখ দেখানোরও যোগ্য মনে করে না। কখনো কখনো কোন বোকা বিভিন্ন চেষ্টা-প্রচেষ্টার দ্বারা কন্যাকে মেরে ফেলে দেয় বা তার লালন-পালনে অবহেলা দেখায়। শিশু খোঁড়া, অন্ধ, বিকলাঙ্গ হলে আকাঙ্খা করে, সে মরে যাক। আর অধিকাংশ সময় আশ্চর্যের বিষয় এটা হয়, নিজেই দুর্ভাগ্যের জীবন মনে করে মেরে ফেলে দেয়। আমি পড়েছি, গ্রীকবাসী এসব শিশুকে স্বেচ্ছায় মেরে ফেলে দিতো। বরং তাদের ওখানে সরকারী নির্দেশ ছিলো, কোন শিশু অক্ষম, বিকলাঙ্গ, অন্ধ প্রভৃতি হয়ে জন্ম নিলে সত্বর তাকে মেরে ফেলা হোক। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, মানুষের ধারণাসমূহে লালন-পালন ও পরিচর্যার সাথে ব্যক্তিগত ও নিজস্ব উদ্দেশ্য মিশ্রিত থাকে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির (যার কল্পনা ও বিবরণ দিতে ধারণা এবং ভাষা দুর্বল। আর যাতে আকাশ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ) নিকট লালন-পালনের কোন চাহিদা নেই। তিনি পিতা-মাতার ন্যায় সেবা ও জীবনোপকরণ চান না। বরং তিনি সৃষ্টিকে কেবল লালন-পালনের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই এটা মেনে নিবে যে, চারা লাগানো, পানি দেয়া এবং এর পরিচর্যা করা এবং ফলবান বৃক্ষ হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করা একটি বড় অনুগ্রহ। অতএব মানুষ ও তার অবস্থা এবং লালন-পালন সম্বন্ধে যদি তোমরা চিন্তা কারো তাহলে জানতে পারবে, খোদা তা'লা কত বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, এতসব উত্থান-পতন ও সহায়হীন অবস্থার সময়ে ও বার বার পরিবর্তনের সময় সাহায্য করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিকটি এখন আমি বর্ণনা করছি। জীবনের উন্মেষ ঘটার পূর্বে এমন উপকরণ যেন থাকে যা সৎ জীবন ও শক্তিনিচয় কার্যকারী হওয়ার জন্যে

যথেষ্ট হয়। দেখো! আমরা তখনো জন্মগ্রহণ করি নি অথচ তিনি এর পূর্বেই প্রয়োজনীয় জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন। উজ্জ্বল দিবাকর যা এখন উদিত হয়েছে আর যার কারণে সাধারণভাবে আলো ছড়িয়ে পড়েছে: অথচ এটা না হলে আমরা কি দেখতে পারতাম অথবা আলোর দ্বারা যে উপকার ও কল্যাণ লাভ হয় আমরা কিসের মাধ্যমে তা পেতাম? সূর্য ও চন্দ্র বা কোন প্রকারের আলো যদি না হতো তাহলে দৃষ্টিশক্তি ব্যর্থ হতো। দেখার জন্যে যদিও চোখের এক প্রকার শক্তি আছে কিন্তু তা বাহ্যিক আলো ছাড়া অকেজো। অতএব এটা কতই অনুগ্রহ, শক্তিনিচয় থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে তিনি সেসব প্রয়োজনীয় উপকরণাদি আগেই প্রস্তুত করে রেখেছেন! আবার এটা কতই তাঁর করুণা, তিনি এমন সব শক্তি প্রদান করেছেন আর এসবের মাঝে স্বভাবত এমন যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন যা মানুষের পরিপূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষ লাভের জন্যে অত্যাধিক জরুরী! মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, শিরা-উপশিরায় এমন বৈশিষ্ট্যাবলী রেখে দিয়েছেন, মানুষ এর ফলে উপকৃত হয় এবং সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণতা সাধন করতে পারে। এটা এজন্যে, শক্তিনিচয়ের পরিপূর্ণতার উপকরণ সাথে সাথে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। এতো হলো অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার অবস্থা। প্রত্যেক শক্তি সেই ইচ্ছা ও উপকারের সাথে পূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক রাখে। এতে মানবের কল্যাণ নিহিত।

আবার বাহ্যিকভাবেও এ রকম ব্যবস্থাপনাই রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যতটা নৈপুণ্যের অধিকারী তার অবস্থানুযায়ী যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র তার জন্মাবার পূর্বেই প্রস্তুত করে রেখেছেন। যেমন, কোন জুতা প্রস্তুতকারক যদি চামড়া ও সুতা না পেত তাহলে সে কোথা থেকে তা সংগ্রহ করতো, আর কী করেই বা নিজ নৈপুণ্যকে পূর্ণতায় পৌঁছাতো? একই প্রকারে দর্জি যদি কাপড় না পেত তবে কি করে সে সেলাই করত? প্রত্যেক প্রাণীর অবস্থাই এরূপ। চিকিৎসক যতই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হোক, ঔষধ-পত্র না থাকলে তিনি কী করতে পারেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে একটি ব্যবস্থাপত্র মাত্র লিখে দিতে পারেন। বাজারে সেই ঔষধ না পাওয়া গেলে কী করবে? খোদা তা'লার কতই অনুগ্রহ, একদিকে তো তিনি জ্ঞান দান করেছেন আর অন্য দিকে বৃক্ষ-লতা, ধাতব পদার্থ জীব-জন্তু যা রুগীদের জন্যে প্রয়োজনীয় তা সৃষ্টি করেছেন। আর এগুলোতে বিভিন্ন প্রকারের বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন। এটা প্রত্যেক যুগে অজানা প্রয়োজনে কাজে আসে। মোটকথা খোদা তা'লা কোন

জিনিষই অকল্যাণজনক করে সৃষ্টি করেন নি। চিকিৎসা শাস্ত্রে লেখা আছে, কারও প্রস্রাব যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কখনো কখনো উকুন পুরুষাঙ্গের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে দিলে প্রস্রাব হয়ে যায়। মানুষ এসব জিনিস দিয়ে কতই কল্যাণমন্ডিত হচ্ছে, কেউ কি তা অনুমান করতে পারে? কখনো না। বরং কারও চিন্তায় তা আসতে পারে না।

আমার চতুর্থ কথা হলো পরিশ্রমের প্রতিদান। এর জন্যেও খোদা তা'লার অনুগ্রহ আবশ্যক। যেমন, মানুষ কত কঠোর পরিশ্রম করে কৃষি কাজ করে। খোদা তা'লার সাহায্য-সহায়তা যদি সাথে না থাকে তাহলে সে কিভাবে নিজের ঘরে শস্য নিতে পারতো? তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়ায় সময়মত সব কিছু হয়ে থাকে। নতুবা অনাবৃষ্টিতে মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতো; কিন্তু খোদা স্বীয় অনুগ্রহে বৃষ্টি বর্ষণ করে দিয়েছেন এবং সৃষ্টির অনেকাংশকেই রক্ষা করেছেন। মোটকথা প্রথমত আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা এবং সর্বাধিক উচ্চ হওয়ার কারণে তিনিই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। তাঁর তুলনায় অন্য কারও ব্যক্তিগত সত্তার দিক থেকে কোনই (প্রশংসার) অধিকার নেই। কারও (প্রশংসার) অধিকার যদি থাকে তাহলে তা কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্য। এটা খোদা তা'লার অনুকম্পা, তিনি এক অদ্বিতীয় সত্তা সত্ত্বেও নিজ করুণায় কাউকে কাউকে তাঁর প্রশংসায় অংশীদার করে নিয়েছেন, যেভাবে এ পবিত্র সূরায় বর্ণিত হয়েছেঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۧ (আন্ নাস 114 :02-7)

এতে আল্লাহ তা'লা প্রশংসার যথার্থ অধিকারীর সাথে সাময়িক প্রশংসার অধিকারী উল্লেখও ইঙ্গিতের মাধ্যমে করেছেন। আর এটা এজন্যে যে, উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী পূর্ণতায় পৌঁছুক। অতএব এ সূরায় তিন প্রকার অধিকার সম্বন্ধে বলা হয়েছে। প্রথমত (আল্লাহ) বলেছেন, তোমরা আশ্রয় প্রার্থনা করো আল্লাহ্‌র নিকট যিনি পরিপূর্ণ সকল গুণের আকর। তিনি সকল মানুষের প্রভু প্রতিপালক এবং সর্বাধিপতিও এবং উপাস্য ও যথার্থ আরাধ্য। এ সূরা এমনই, এতে আসল তৌহীদ ও একত্ববাদ তো সমুন্নত রাখা হয়েছে; কিন্তু সাথে সাথে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, অন্য লোকদের অধিকারও যেন ক্ষুন্ন না হয়, যারা প্রতিচ্ছায়ারূপে এসব নামের বিকাশস্থল।

রব্ব-প্রভু-প্রতিপালক শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যদিও সত্যিকার অর্থে খোদাই পালনকর্তা ও ক্রমোন্নতির চূড়ান্ত স্থানে পৌঁছে দেয়ার অধিকারী; কিন্তু সাময়িকভাবে ও প্রতিচ্ছায়ারূপে আরও দুটি সত্তা রয়েছে যারা প্রতিপালন গুণের বিকাশস্থল। একটি দৈহিকভাবে পিতা-মাতা এবং অপরটি আধ্যাত্মিকভাবে সঠিক পথ-প্রদর্শনকারী মুর্শিদ ও হাদী।

অন্যস্থানে বিস্তারিতভাবে (আল্লাহ্ তা'লা) বলেছেন:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ

(বনী ইসরাঈল 17:24)

অর্থাৎ খোদা তা'লা এটা চেয়েছেন অন্য কারও দাসত্ব করবে না এবং পিতামাতার প্রতি অনুগ্রহ করবে। সত্যিকার অর্থে প্রতিপালনের স্বরূপ কি? মানুষ শিশু অবস্থায় থাকে আর কোন প্রকারে শক্তির অধিকারী হয় না। এহেন অবস্থায় (মা) কত প্রকার সেবাই না করে থাকেন এবং পিতা সেই অবস্থায় মা'র প্রয়োজনে কতই না কাজ দেন! খোদা তা'লা কেবল নিজ অনুগ্রহে সৃষ্টির পরিচর্যার জন্যেই দুটি সুযোগও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর নিজ ভালোবাসার জ্যোতির মাধ্যমে ভালবাসার ছায়া তাদের ওপরে বিছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত, মা-বাবার ভালবাসা তো সাময়িক আর খোদা তা'লার ভালোবাসা স্থায়ী ও যথার্থ। যতক্ষণ হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক এর উদ্রেক না করা হয় ততক্ষণ কোন মানব-সত্তা; হোক সে কোন বন্ধু বা কোন সমমর্যাদাসম্পন্ন অথবা কোন বিচারকই হোন না কেন কাউকে ভালবাসতে পারে না। আর খোদা তা'লার পরিপূর্ণ পালন কর্তা হওয়ার রহস্য এটা যে, পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি এমনই মমতা রাখেন তার প্রয়োজন মিটাতে প্রত্যেক প্রকার দুঃখ হৃদয়ের আকুতি দিয়ে বরণ করে নেন। এমনকি যে, তার বেঁচে থাকার লক্ষ্যে নিজেদের জীবন দেয়ার জন্যেও কুণ্ঠিত হন না। অতএব আল্লাহ তা'লা উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর চরমোৎকর্ষের নিমিত্তে رَبِّ النَّاسِ শব্দে পিতা-মাতা ও পথ-প্রদর্শনকারী মুর্শিদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যেন এ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পথে পদক্ষেপ রাখা হয়। এরূপ রহস্যের পর্দা উন্মোচনের জন্যে এটা চাবি স্বরূপ যে, এ পবিত্র সূরা رَبِّ النَّاسِ দিয়ে আরম্ভ করেছেন اِلٰهِ النَّاسِ দিয়ে আরম্ভ করেন নি।

যেহেতু আধ্যাত্মিক মুর্শিদ ও পথ প্রদর্শনকারী খোদা তা'লার ইচ্ছানুযায়ী তাঁর দেয়া সামর্থ্য ও দিক নির্দেশনানুযায়ী তরবিয়ত ও চরিত্রগঠনের কাজ সম্পাদন করেন, এজন্যে তিনি এর অন্তর্ভূক্ত। পুনরায় দ্বিতীয় অংশে রয়েছে مَلِكِ النَّاسِ অর্থাৎ তোমরা আশ্রয় প্রার্থনা করো খোদার কাছে যিনি তোমাদের শাসক ও সর্বময় কর্তা। এটা আরও একটি ইঙ্গিতবহ যেন লোকদেরকে সভ্য জগতের নিয়মকানুন সম্বন্ধে জ্ঞাত করানো যায় এবং সংস্কৃতিবান বানানো যায়। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লাই সর্বময় কর্তা; কিন্তু এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রতিচ্ছায়াস্বরূপও কর্তা হয়ে থাকেন। আর এজন্যে ইঙ্গিতে যুগের শাসক ও কর্তার অধিকারসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রতি এতে ইঙ্গিত করা রয়েছে। এখানে অস্বীকারকারী, অংশীবাদী ও একত্ববাদী শাসক হিসেবে কোন প্রকার ইতর বিশেষ করা হয় নি। সাধারণভাবে তিনি যে কোন ধর্মের শাসনকর্তা হোননা কেন। ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ পৃথক বিষয়। কুরআনে যেখানে যেখানে খোদা তা'লা মুহসেন বা অনুগ্রহশীলের উল্লেখ করেছেন সেখানে কোন শর্ত আরোপ করেন নি যেন সে মুসলমান হয়, একত্ববাদী হয় এবং অমুক সম্প্রদায়ের হয়। বরং সাধারণভাবে মুহসেনের ও অনুগ্রহশীলের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, সে যে কোন ধর্মের অনুসারী হোক না কেন। আর খোদা তা'লা নিজ পবিত্র বাণীতে অনুগ্রহশীলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন যেভাবে নিম্নোক্ত আয়াত থেকে প্রকাশিত হয়েছে :

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ (আর্ রাহ্মান 55:61)

অনুগ্রহের বদলে অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু হতে পারে?

এখন আমরা আমাদের জামাতকে এবং সব শ্রোতাকে খুব স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শুনাচ্ছি, ইংরেজ সরকার আমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল। আর এরা আমাদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। যার বয়স ষাট সত্তর বছর সে ভাল করে জেনে থাকবে, আমাদের ওপর দিয়ে শিখদের একটি যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। সেই সময়ে মুসলমানদের ওপরে যে পরিমাণ বিপর্যয় আপতিত হয়েছিলো তা অজানা নয়। সে কথা স্মরণ হলে গায়ের লোম শিউরে ওঠে এবং অন্তর কেঁপে ওঠে। সে সময়ে মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম ও বিভিন্ন ধর্মীয়

অনুশাসনাদির দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর এসব ছিল তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। নামাযের প্রারম্ভে আযান দিতে হয়। এটা উচ্চস্বরে দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কখনো ভুলে যদি মুয়াযযিন জোরে اللّٰه اكبر বলে ফেলতো তাহলে তাকে মেরে ফেলা হতো। এমনিভাবে হালাল-হারামের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে অন্যায়ভাবে হয়রানি করা হতো। একটি গরুর মোকাদ্দমায় একবার পাঁচ হাজার গরীব মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয়। বাটালার একটি ঘটনা। সেখানকার অধিবাসী এক সৈয়্যদ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বাইরে থেকে দরজার নিকটে আসলেন। সেখানে অনেকগুলো গরু ছিল। তিনি তরবারী দিয়ে ওগুলোকে সামান্য একটু সরিয়ে দিলেন। এতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি গাভীর চামড়ায় আঁচড় লেগে যায়। সে বেচারাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং এ ব্যাপারে জোর দেয়া হলো যেন তাকে হত্যা করা হয়। পরিশেষে অনেক সুপারিশের পরে তার প্রাণ তো রক্ষা পেলো; কিন্তু তার হাত অবশ্যই কেটে দেয়া হলো। অথচ এখন দেখো, প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের লোকেরা কিভাবে স্বাধীনতা ভোগ করছে। আমরা কেবল মুসলমানদের কথাই বলছি। ধর্ম-কর্মের অনুশাসনাদি পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন সরকার। আর কারও সম্পদ, প্রাণ ও সম্ভ্রমের ব্যাপারে কোন অবৈধ প্রতিবন্ধকতা নেই। অপরপক্ষে বিপর্যয়ের সময়ের অবস্থা এই ছিলো, প্রত্যেক ব্যক্তি, তার হিসাব যতই স্বচ্ছ হোক না কেন নিজের সম্পদ ও প্রাণের ব্যাপারে আতঙ্কিত ছিলো। এখন কেউ যদি নিজের চালচলন খারাপ করে ফেলে এবং নিজের বক্রতা, বিকৃত ভাবমূর্তি ও অপরাধ প্রবণতার জন্যে স্বয়ং শাস্তির যোগ্য হয়ে যায় তাহলে সে কথা ভিন্ন অথবা নিজেই বিকৃত ধর্ম-বিশ্বাস ও গাফেলতির শিকার হয়ে যদি ধর্মে-কর্মে দুর্বলতা দেখায় তাহলে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা বিরাজমান। এখন যতই ভক্ত হতে চাও হতে পারো কোন বাধা-বিপত্তি নেই। সরকার স্বয়ং ধর্মীয় উপাসনালয় গুলোকে সম্মান করে। আর ওগুলোর মেরামতের জন্যেও হাজার হাজার টাকা খরচ করে থাকে। শিখদের রাজত্বকালে এর বিপরীতে অবস্থা এই ছিলো, মসজিদে মাদকদ্রব্য তৈরী করা হতো, একে ঘোড়ার আস্তাবল হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এর দৃষ্টান্ত এখানে কাদিয়ানেই রয়েছে। আর পাঞ্জাবের বড় শহরগুলোতে এর ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। লাহোরে এখন পর্যন্ত কয়েকটি মসজিদ শিখদের কব্জায় রয়েছে। আজ এর মোকাবেলায়

ব্রিটিশ সরকার এসব পবিত্র স্থানকে সম্মানের যোগ্য মনে করে আর ধর্মীয় স্থানসমূহের শ্রদ্ধা ও ভক্তি করাকে তাদের বিশেষ কর্তব্য বলে মনে করে থাকে। যেভাবে সাম্প্রতিককালে সম্মানিত স্বনামধন্য লর্ড কার্জন সাহেব বাহাদুর দিল্লীর জামে মসজিদে জুতো পরে যাওয়ার বিরোধিতা করে নিজ কর্ম দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছেন এবং রাজকীয় চরিত্রের মর্যাদাসুলভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর তাঁর সেসব বক্তব্যে, যা তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রদান করেছেন ধারণা করা যায়, তারা ধর্মীয় স্থানগুলোকে কতটা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন! পুনরায় লক্ষ্য করে দেখ, সরকার কোথাও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নি, কেউ উচ্চস্বরে আযান দিবে না অথবা রোযা রাখবে না বরং তারা সব রকমের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করেছেন। শিখদের অন্ধকার যুগে এর নাম গন্ধও ছিলো না। বরফ, সোডা ওয়াটার, বিস্কুট, ডবল রুটি প্রভৃতি সর্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য একত্রে সরবরাহ করেছে আর সব রকমের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রেখেছে। এটা একটি সমর্থনকারী সাহায্য। এসব লোকদের সমর্থনে আমরা ইসলামী চিহ্নসমূহকে সম্মান দেখাতে পেরেছি। এখন কেউ যদি নিজে রোযা না রাখে তাহলে সেটা অন্য কথা। দুঃখের কথা, স্বয়ং মুসলমানগণ শরীয়তের অবমাননা করছে। সুতরাং দেখো, যারা এসব দিনে রোযা রাখছে তারা খুব কৃশ হয়ে যায় নি আর যারা হেয় জ্ঞান করে এ মাসটি কাটিয়ে দিয়েছে তারা মোটা হয়ে যায় নি। তাদেরও সময় কেটে গেছে। এদেরও সময় বসে থাকে নি। শীতকালীন রোযা রেখেছে এবং খাবার সময়ের একটু পরিবর্তন ছিলো, সাতটা-আটটার সময় খায় নি। পাঁচটার সময় খেয়ে নিয়েছে। এতটুকু অবকাশ দেয়া সত্ত্বেও অনেকেই আল্লাহর চিহ্নের প্রতি সম্মান দেখায় নি। আর খোদা তা'লার এ অবশ্য সম্মানিত অতিথি রমযান মাসকে বড়ই হেয় দৃষ্টিতে দেখেছে। এ রকম আরামের মাসগুলোতে রমযান আগমন ছিল এক প্রকার পরীক্ষার বিষয়। আর আনুগত্যকারী ও অবমাননাকারীর মাঝে পার্থক্য করার জন্যে এ রোযা কষ্টি পাথরের মর্যাদা রাখছিল।

খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সরকার সবরকমের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিল। বিভিন্ন ফলফলাদি ও খাবারসমূহ ছিলো সহজলভ্য। কোন আরাম-আয়েশের উপকরণ এমন ছিলো না যা পাওয়া যেত না। এতদ্সত্ত্বেও কোন ভ্রুক্ষেপ করা হয় নি। এর কি কারণ ছিলো? এর কারণ অন্তরে প্রকৃত ঈমান ছিলো

না। দুঃখ এই, খোদাকে একজন নগন্য মানুষের সমানও মূল্য দেয়া হতো না। মনে করা হতো যেন খোদার সাহায্যের কোন প্রয়োজনই হবে না কখনো। আর কখনো তাঁর সাক্ষাতই মিলবে না এবং তাঁর বিচারালয়ের সম্মুখীন হতে হবে না। হায়! অস্বীকারকারী যদি চিন্তা করে দেখতো এবং ভেবে দেখতো কোটি কোটি সূর্যের আলোর চেয়েও খোদা তা'লার সত্যতার প্রমাণ অধিক। দুঃখ করার বিষয়, একটি জুতোকে যদি দেখো তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে, এর একজন প্রস্তুতকারক আছে। এটা কতই দুর্ভাগ্য, খোদা তা'লার অজস্র সৃষ্ট-বস্তু দেখেও তার ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় না। অথবা এমন বিশ্বাস স্থাপিত হয় যেন তা বিশ্বাস বলে গণ্যই না করার শামিল। আমাদের প্রতি খোদা তা'লার অসীম করুণা রয়েছে। এর মাঝে এটি একটি যে, তিনি আমাদেরকে জ্বলন্ত তন্দুর থেকে বের করেছেন। শিখদের রাজত্বকাল ছিলো একটি জ্বলন্ত তন্দুর আর ইংরেজদের পদক্ষেপ ছিলো দয়া ও করুণার। আমি শুনেছি, প্রথম যখন ইংরেজরা আসলো তখন হুশিয়ারপুরে কোন মুয়ায্যিন খুব জোরে আযান দিলো। যেহেতু এটা শুরুর ঘটনা এবং হিন্দু ও শিখদের ধারণা ছিলো, এরাও উচ্চ আযানে বাধা সৃষ্টি করবে অথবা যদি একটি গাভীর কোনভাবে আঘাত লেগে যায় তাহলে তাদের মত তার হাত কেটে দেবে। উচ্চস্বরে এ আযান দাতাকে ধরে নিয়ে আসা হলো, একটি ভারী দলে পরিণত হয়ে তাকে ডেপুটি কমিশনারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। বড় বড় নেতা ও মহাজনেরা একত্র হয়ে গেল এবং বলল, হুযুর! আমাদের আটা উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের থালা-বাসন অপবিত্র হয়ে গেছে। এ কথা-বার্তা ইংরেজকে যখন শুনানো হলো তখন তিনি খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন, আযানে কি এমন কিছু আছে যাতে খাদ্যদ্রব্য অপবিত্র হয়ে যায়? তিনি সেরেস্তাদারদের বললেন, যতক্ষণ পরীক্ষা করা না হয় ততক্ষণ যেন মোকাদ্দমা না নেয়া হয়। অতএব তিনি মুয়ায্যিনকে আদেশ দিলেন যেন আগের মত আযান দেয়া হয়। যাতে দু'টি অপরাধ সংঘটিত না হয় তাই তিনি ভয় পেয়ে আযান দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন; কিন্তু যখন তাকে অভয় দেয়া হলো তখন তিনি সেই রকম উচ্চস্বরে আযান দিলেন। সাহেব বাহাদুর বললেন, কই! এর ফলে আমাদের তো কোন অনিষ্ট হয় নি। সেরেস্তাদারকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোন ক্ষতি হয়েছে? তিনিও জবাব দিলেন, আসলে কোনই ক্ষতি হয় নি।

পরিশেষে তাকে ছেড়ে দেয়া হলো। আর বলা হলো, যাও! যেভাবে চাও

আযান দাও। اللّٰہ اکبر - আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। এটা কত বড় স্বাধীনতা! আর হ্যাঁ, আল্লাহ তা'লার কত বড় অনুগ্রহ! তাই এরকম অনুগ্রহের ফলে ও প্রকাশ্য পুরস্কারের ফলেও কোন অন্তর যদি ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহ অনুভব না করে তাহলে সেই অন্তর পুরস্কারের বড়ই অকৃতজ্ঞ এবং নিমক হারাম আর ওটা বুক চিরে বাইরে ফেলে দেয়ার যোগ্য।

আমাদের নিজ গ্রামে যেখানে আমাদের মসজিদ রয়েছে এটা ছিলো সরকারী কর্মচারীদের জায়গা। সে সময়ে ছিলো আমাদের বাল্যকাল। কিন্তু আমি বিশ্বস্ত লোকদের কাছ থেকে শুনেছি, যখন ইংরেজদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তখনও কয়েকদিন পর্যন্ত প্রাক্তন সরকারী আইনকানুন চলছিলো। সেসব দিনে একজন সরকারী কর্মকর্তা এখানে আসলেন। তার সাথে একজন মুসলমান সৈন্যও ছিলো। তিনি মসজিদে আসলেন এবং মুয়ায্যিনকে আযান দিতে বললেন। মুয়ায্যিন আগের মত ভয়ে ভয়ে গুণ গুণ করে আযান দিলেন। সিপাহী জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি সর্বদা এ রকম করেই আযান দিয়ে থাকো। মুয়ায্যিন বললেন 'হ্যাঁ, এভাবেই দিয়ে থাকি'। সিপাহী বললেন, 'না, ছাদের ওপরে গিয়ে খুব জোরে যত জোরে পার আযান দাও।' মুয়াযিন ভয় পেতে লাগলেন। পরিশেষে তিনি সিপাহীর কথা মত জোরে আযান দিলেন। এতে সব হিন্দু একত্র হয়ে গেলো এবং মুল্লাকে ধরে ফেললো। সেই বেচারা খুবই ভয় পেল এই মনে করে যে, সরকারী কর্মকর্তা তাকে ফাঁসী দিবে। সিপাহী বললো আমি তোমার সাথে আছি। শেষ পর্যন্ত ছুরি মারতে উদ্যত কঠোর হৃদয়ের ব্রাহ্মণ তাকে ধরে নিয়ে গেল সরকারী কর্মকর্তার কাছে। আর বললো, মহারাজ! সে আমাদের সব ভ্রষ্ট করে দিয়েছে। সরকারী কর্মকর্তা তো জানতেন, সরকার পরিবর্তন হয়েছে, এখন আর শিখ রাজত্ব নেই; কিন্তু একটু সংগোপনে জিজ্ঞেস করলেন, তুই উচ্চস্বরে কেন আযান দিয়েছিস? সিপাহী সামনে এগিয়ে এসে বললো, সে দেয় নি, আমি আযান দিয়েছি। সরকারী কর্মকর্তা (ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে) বললেন, 'কমবখত! হৈচৈ করছো কেন? লাহোরে তো এখন প্রকাশ্যভাবে গরু জবাই হচ্ছে আর তোমরা আযানকে বাধা দিচ্ছো? যাও, চুপ চাপ বসে থাকো গিয়ে'। মোট কথা একটা প্রকৃত ও সত্য কথা যা আমাদের অন্তর থেকে বের হয়। যে জাতি আমাদেরকে পচা-কাদার নিচ থেকে বের করে এনেছে আমরা তার অনুগ্রহের

যদি স্বীকার না করি তাহলে তা আমাদের জন্যে বড়ই অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামীর কাজ হবে।

এছাড়াও পাঞ্জাবে মুর্খতা আছন্ন হয়েছিলো। কম্মে শাহ্ নামক এক বুড়ো লোক বর্ণনা করেছে, আমি আমার উস্তাদকে দেখেছি, তিনি বড়ই বিগলিত চিত্তে দোয়া করতেন যেন একবার **সহীহ্ বুখারীর** দর্শন লাভ হয়ে যায়। আর কখনো এ ধারণা করতেন, এটা দর্শন কি সম্ভব! দোয়া করতে করতে এতই কাঁদতেন, তার হেঁচকি উঠে যেতো। এখন সেই সহীহ বুখারী ২/৪ টাকায় অমৃতসর ও লাহোরে পাওয়া যায়। শেরে মোহাম্মদ সাহেব নামক একজন মৌলবী ছিলেন। কোথাও থেকে তিনি **এহ্ইয়াউল উলূম** পুস্তকের দুই-চারটি পাতা পেলেন। তিনি তা খুবই আনন্দ ও গর্বের সাথে বহু দিন পর্যন্তই প্রত্যেক নামাযের পরে নামাযীদের দেখিয়ে থাকতেন এবং বলতেন দেখ, এটা **এহ্ইয়াউল উলূম** পুস্তক আর আফসোস করতেন, কোথা থেকে পুরো বইখানা পাওয়া যায়। এখন **এহ্ইয়াউল উলূম** সবখানে ছাপানো পাওয়া যাচ্ছে। মোটকথা ইংরেজদের আগমনের প্রসাদে লোকদের ধর্মীয় চোখও খুলে গেছে। আর খোদা তা'লা ভাল করে অবহিত, এ রাজত্বের মাধ্যমে ধর্মের যতটা সাহায্য সমর্থন হয়েছে, অন্য কোনভাবে তা সম্ভব নয়। ছাপাখানার কল্যাণ ও নানা ধরণের কাগজের উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রত্যেক প্রকার পুস্তক সামান্য মূল্যে সহজলভ্য ছিলো। আবার ডাক বিভাগের অবদানে কোথা থেকে কোথা ঘরে বসে সব পাওয়া যেতো। আর এভাবে ধর্মের সত্যতার তবলীগের পথ সুগম ও সুস্পষ্ট হয়ে গেল। ধর্মের ব্যাপারে অন্যান্য কল্যাণের যে সাহায্য-সমর্থন এ সরকারের রাজত্বে পাওয়া গেল এর মাঝে এটাও একটি বুদ্ধিভিত্তিক শক্তি ও মেধাগত সামর্থ্যের বড়ই উন্নতি সাধিত হলো। আর যেহেতু সরকার প্রত্যেক জাতিকে নিজেদের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে এজন্য সকল দিক থেকে লোকদের প্রত্যেক ধর্মের রীতি-নীতি ও দলীল প্রমাণ পরখ করার এবং এসবের ব্যাপারে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ লাভ হলো। ইসলামের ওপর যখন বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ আক্রমণ করে তখন ইসলামের অনুসারীগণের সাহায্য-সমর্থন ও সত্যতার জন্যে নিজেদের পুস্তকাদির ওপরে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ এসে গেল এবং তাদের বুদ্ধিভিত্তিক শক্তি উন্নতি লাভ করলো।

এটা নিয়মের কথা, অনুশীলনের মাধ্যমে যেভাবে দৈহিকশক্তি পরিপূর্ণ হয় ও বিকাশ লাভ করে,ঠিক তেমনই আধ্যাত্মিক শক্তিও অনুশীলনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয় ও বিকাশ লাভ করে। ঘোড়া যেভাবে সওয়ারের চাবুকের আঘাতে সঠিকভাবে চলে তেমনি ইংজেদের আগমনে ধর্মের নিয়ম-নীতির ওপর চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ এসে গেল। আর নিজের সত্য-ধর্মের চিন্তাশীলগণের দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব লাভ হলো। আবার কুরআন করীমের বিরুদ্ধবাদীগণ যে যে স্থানে আপত্তি তুললো সেখান থেকেই চিন্তাশীলগণের একটি তত্ত্বজ্ঞানের ভান্ডার লাভ হলো। আর সেই স্বাধীনতার কারণে জ্ঞান বিজ্ঞানও প্রভূত উন্নতি লাভ করলো। আর এ উন্নতি বিশেষভাবে এখানেই হয়েছে। এখন তুরস্ক বা সিরিয়ার কোন অধিবাসী, হোক না তারা যতই আলেম-ফাযেল যদি এসে যায় তাহলে তারা খ্রিষ্টানদের বা আর্য সমাজীদের আপত্তিসমূহের সুষ্ঠু জবাব দিতে পারবে না। কেননা, তাদের এরূপ স্বাধীনতা ও খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন ধর্মের নিয়ম-নীতির তুলনামূলক চর্চার সুযোগ ঘটে নি। মোটকথা যেভাবে বাহ্যিকভাবে ইংরেজ সরকারের মাধ্যমে দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি আধ্যাত্মিক নিরাপত্তাও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু আমাদের সম্পর্ক ধর্মের সাথে ও আধ্যাত্মিকতার সাথে তাই আমরা অধিকতর সেই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো যা ধর্মীয় অনুশাসনাদি প্রতিপালনে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে। সুতরাং স্মরণ রাখা উচিত, মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও প্রশান্তির সাথে ইবাদত বন্দেগী তখনই করতে সক্ষম হয় যখন এর মাঝে চারটি শর্ত নিহিত থাকে। আর এগুলো হলো -

প্রথম হলো সুস্বাস্থ্যঃ

কোন ব্যক্তি যদি এমন দুর্বল হয় যে, বিছানা থেকে উঠতে পারে না সেক্ষেত্রে সে কিভাবে নামায-রোযার অনুশাসন পালন করতে পারে? পুনরায় সে এভাবেই হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পালনের ক্ষেত্রে পিছনে পড়ে থাকবে। এখন দেখা উচিত, সরকারের মধ্যস্থতায় আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার জন্যে কী পরিমাণ সুবিধাদি লাভ হলো। প্রত্যেক বড় ও ছোট শহরে হাসপাতাল অবশ্যই আছে। সেখানে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ও

সহানুভূতির সাথে রুগীদের চিকিৎসা করা হয়। আর ঔষদ-পথ্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। কখনো হাসপাতালে রেখে এমনভাবে তাদের দৃষ্টিপটে রেখেও সেবা-শুশ্রুষা করা হয় যে, কেউ নিজের ঘরেও এমন সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আরামের সাথে চিকিৎসা করাতে পারে না। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে একটি আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ওপরে সারা বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ছোট ও বড় শহরগুলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্যে বড় বড় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়। দুর্গন্ধ পানি ও স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকারক নোংরা-ময়লা দ্রব্যাদি বিনষ্ট করার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। আবার প্রত্যেক প্রকারের প্রভাবশালী ঔষধপত্র তৈরী করে খুব কম মূল্যে সরবরাহ করা হয়, এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু ঔষধপত্র নিজের ঘরে রেখেও প্রয়োজনের সময়ে চিকিৎসা করাতে পারে। বড় বড় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে চিকিৎসা বিদ্যার প্রসার ঘটানো হয়েছে। এমনকি গ্রামেও ডাক্তার পাওয়া যায়। কোন কোন মারাত্মক ব্যাধি যেমন বসন্ত, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি রোধকল্পে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইদানিং কালে প্লেগের ব্যাপারে যেভাবে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাদি নেয়া হয়েছে তা খুবই প্রশংসার দাবী রাখছে। মোটকথা স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সরকার সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করছে। আর এমনিভাবে ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণার্থে অনেক সহযোগিতা করেছে।

দ্বিতীয় শর্ত হলো ঈমান বা বিশ্বাস:

খোদা তা'লা ও তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি যদি বিশ্বাসই না থাকে এবং অভ্যন্তরভাগ বিধর্ম ও নাস্তিকতার বিষে আক্রান্ত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও ঐশী আদেশ-নিষেধ পালিত হতে পারে না। কারণ হল, বহু লোক বলে থাকে, ایہہ جگ مٹھا تے اگلا کن ڈِٹھا অর্থাৎ এ জগৎ তো মিষ্ট দেখাই যায়, পরজগৎ কে দেখেছে? দুঃখের কথা এই যে, দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে এক অপরাধীর ফাঁসী হতে পারে; কিন্তু এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী এবং অসংখ্য আওলীয়াগণের সাক্ষ্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ ধরণের নাস্তিকতা লোকদের অন্তর থেকে দূর হয় নি। প্রত্যেক যুগেই খোদা তা'লা নিজ শক্তিশালী নিদর্শনসমূহ ও অলৌকিক ঘটনাসমূহের দ্বারা বলেন-

اَنَـا الـمَـوجُود অর্থাৎ আমি আছি; কিন্তু এসব মুর্খ কান থাকা সত্ত্বেও শুনছে না। মোটকথা এ শর্তও খুবই আবশ্যকীয় শর্ত। এজন্যেও আমাদের ইংরেজ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতাপরায়ণ হওয়া উচিত। কেননা, ঈমান ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার জন্যে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন ছিলো। আর ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তৃতিও ধর্মীয় পুস্তকাদির প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত। প্রেস ও ডাক বিভাগের কল্যাণে সর্বপ্রকার ধর্মীয় পুস্তাকাদি পাওয়া যেতে পারে। আর পত্র-পত্রিকাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার আদান-প্রদান হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

পুণ্যস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের বড়ই সুযোগ লাভ হয়েছে যেন তারা ঈমান ও ধর্মীয় বিশ্বাসে দৃঢ়তা লাভ করে। এসব কথা বাদেও ঈমানের দৃঢ়তার জন্যে যে বিষয় আবশ্যক আর খুবই আবশ্যক তা হলো খোদা তা'লার সেসব নিদর্শন যা সেসব ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হয় যারা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আসেন এবং নিজ কর্মকান্ড দিয়ে হারানো সত্যতাসমূহ ও তত্ত্ব-জ্ঞানকে জীবিত করেন। সুতরাং খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, তিনি এ যুগে এমন ব্যক্তিকে পুনরায় ঈমান সঞ্জীবিত করার জন্যে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন এবং এজন্যে প্রেরণ করেছেন যেন লোকেরা দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তিতে উন্নতি করে। সে এ কল্যাণকামী সরকারের শাসনামলে আবির্ভূত হয়েছে। সে কে? সে-ই যে তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। যেহেতু এটা স্বীকৃত কথা, যতক্ষণ পরিপূর্ণভাবে ঈমান লাভ না হয় মানুষ পূণ্যকর্মে বুৎপত্তি লাভ করতে পারে না। কোন দিক দিয়ে বা কোন অংশে ঈমানের যতই কম্‌তি থাকবে ততই মানুষ কর্মে শিথিল থাকবে এবং দুর্বল হবে। এর ভিত্তিতে তাকে ওলী বলা হয় যার প্রত্যেকটি দিক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। আর তিনি কোন দিক দিয়েই দুর্বল নন। তার ইবাদতগুলো উৎকর্ষ ও পূর্ণতার পোষাকে সজ্জিত। মোটকথা ঈমানের দ্বিতীয় শর্ত হলো নিরাপত্তা।

মানবের জন্য তৃতীয় শর্ত হলো আর্থিক শক্তি:

মসজিদ নির্মাণ ও ইসলামের অন্যান্য কর্মকান্ড বাস্তবায়ন আর্থিক শক্তির ওপরে নির্ভরশীল। এ ছাড়া সামাজিক জীবন ও অন্যান্য সব বিষয়ে, বিশেষ করে মসজিদের ব্যবস্থাপনা খুবই কষ্টসাধ্য। এখন এ দিক থেকে ইংরেজ

সরকারকে দেখো। সরকার সব রকমের ব্যাবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি এনে দিয়েছে, শিক্ষার বিস্তার করে দেশের অধিবাসীগণকে চাকুরী প্রদান করেছে এবং কাউকে কাউকে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করেছে। যাতায়াতে স্বাচ্ছন্দ্য এনে অন্যান্য দেশে গিয়ে টাকা পয়সা রোজগারেও সাহায্য করেছে। সুতরাং ডাক্তার, উকিল, আদালতের কর্মকর্তা, শিক্ষা বিভাগের চাকুরেদের দেখো; মোট কথা বহু পন্থায় মানুষ সদুপার্জন করছে আর ব্যাবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যবসায়ীগণ অনেক রকমের ব্যবসায়ী পণ্য বিলাত ও দূরবর্তী দেশসমূহে- আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে নিয়ে গিয়ে সম্পদশালী হয়ে ফিরে আসছে। মোটকথা সরকার আয়ের পথকে সুগম করে দিয়েছে এবং টাকা-পয়সা উপার্জনের বহু উপায় উদ্ভাবন করে দিয়েছে।

চতুর্থ শর্ত হলো নিরাপত্তা:

এ নিরাপত্তার শর্ত মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এর সীমা বিশেষ বিশেষ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাম্রাজ্য যতই পুণ্য সংকল্পের অধিকারী হবে আর এর অন্তর বক্রতা থেকে পবিত্র হবে ততই এ শর্ত অধিক পরিমাণে স্বচ্ছতায় ভরপুর হবে। এখন এ যুগে নিরাপত্তার শর্ত উন্নত মানে পূর্ণ হতে আরম্ভ করেছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, শিখদের আমলের দিন ইংরেজদের আমলের রাত থেকে নিম্নমানের ছিলো। এখান থেকে অদূরে বুটার* নামে একটি গ্রাম আছে। এখান থেকে কোন মহিলা যদি সেখানে যেত তাহলে কেঁদে-কেটে বুক ভাসিয়ে দিতো, ফিরে আসতে পারে কি না পারে। এখন অবস্থা এমন হয়েছে, মানুষ দেশের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত চলে যায় তাদের কোন প্রকার বিপদ নেই। যাতায়াতের ব্যবস্থা এমন সহজ করে দেয়া হয়েছে যে, সব রকমের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা হয়েছে। মোটকথা ঘরের মত রেলে বসে বা শুয়ে যেভাবে চাও যেতে পারো। প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের ব্যাপক ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। অধিকার রক্ষার ব্যাপারে আদালত খোলা হয়েছে। যত চাও নালিশ করতে পারো। এটা কতই অনুগ্রহ যা আমাদের কর্মের স্বাধীনতার কারণ হয়েছে! অতএব এমন অবস্থায় যখন দেহ ও আত্মার ওপরে অশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ হচ্ছে তখন আমাদের মাঝে

* এ মৌযা কাদিয়ান শরীফ থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত-জামালী

শান্তিজ্ঞাপক ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক স্বভাব সৃষ্টি না হলে কি এটা খুবই আশ্চর্যের কথা হবে না? যে সৃষ্ট জীবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে খোদা তা'লারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, এর কারণ কি? এটা এজন্যে, সেই সৃষ্ট জীবনও তো খোদারই অনুদান। আর খোদা তা'লার ইচ্ছার অধীনে জীবন যাপন করে থাকে। মোট কথা এসব বিষয় যা আমি বর্ণনা করেছি তা একজন পুণ্যবান ব্যক্তিকে এমন অনুগ্রহশীল সরকারের কৃতজ্ঞতাপরায়ণ হতে বাধ্য করবে। আর এর কারণ এটাই, আমি বারে বারে আমার লেখায় এবং নিজের বক্তৃতাসমূহে ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে থাকি। কেননা, আমাদের প্রাণ প্রকৃতই অনুগ্রহের স্বাদে ভরপুর। অকৃতজ্ঞ মুর্খ নিজের কপটতাসুলভ স্বভাববশত অনুমান করে সত্যতা ও নিষ্ঠার কারণে সৃষ্ট আমাদের এ কর্ম-পদ্ধতিকে মিথ্যা চাটুকারিতারূপে প্রতিপন্ন করে।

এখন আমি পুনরায় আসল কথার দিকে ফিরে এসে বলতে চাই, প্রথমে এ সূরাতে খোদা তা'লা رَبِّ النَّاسِ বলেছেন। এরপর مَلِكِ النَّاسِ শেষে اِلٰهِ النَّاسِ বলেছেন। এ হলো মানুষের আসল উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খা। اِلٰهِ বলতে বুঝায় উপাস্যকে। এর অর্থ হলো উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খারপাত্র। - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর অর্থ এটাই,

لا مَعْبُوْدَ لِیْ وَلا مَقصُوْدَ لِیْ وَلا مَطلوْبَ لِیْ اِلَّا اللّٰہُ

(আল্লাহ ছাড়া আমার অন্য কোন উপাস্য, কোন উদ্দেশ্য, কোন আকাঙ্খার পাত্র আর নেই)। এটাই সত্যিকারের তৌহিদ বা একত্ববাদ। এর অর্থ হলো সকল প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের অধিকারী আল্লাহ তা'লাকেই নির্ধারিত করা। এরপর বলেছেন,

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ (আন্ নাস 114 : 5)

অর্থাৎ কুমন্ত্রণা প্রদানকারী অপশক্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। আরবীতে **خنّاس** শব্দটি সাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইবরানী ভাষায় একে **نحاش** বলে। এ জন্যে বলা হয় যে, এ আগেও অপকর্ম করেছে। এখানে ইবলীস বা শয়তান বলা হয় নি যেন মানুষের প্রাথমিককালের পরীক্ষার কথা মনে পড়ে, কিভাবে শয়তান তাদের পিতা-মাতাকে ধোঁকা দিয়েছিলো। সেই সময়ে এর

নাম خنّاس -ই রাখা হয়েছিলো। এর পরম্পরা আল্লাহ্ তা'লা এজন্যে অবলম্বন করেছেন যেন মানুষকে প্রাথমিককালের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেন, যেভাবে শয়তান খোদা তা'লার আনুগত্য থেকে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে অবাধ্য করেছে, তেমনিভাবেই সে কোন সময় দেশের শাসকের আনুগত্য থেকেও অমান্যকারী ও অবাধ্য না করে দেয়। এমনিতেই মানুষ সর্বদা নিজের আত্মার কামনা-বাসনা ও পরিকল্পনাসমূহের ব্যাপারে হিসাব নিকাশ করতে থাকে, আমার মাঝে দেশের শাসনকর্তার আনুগত্য কতটা আছে। আর চেষ্টা করতে থাকে ও খোদার নিকট দোয়া করতে থাকে, কোন দরজা দিয়ে শয়তান এতে প্রবেশ করে না বসে। এখন এ সূরায় আনুগত্যের যে আদেশ রয়েছে এটা খোদা তা'লার আনুগত্যের আদেশ। কেননা, আসল আনুগত্য তো তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু পিতামাতা, শিক্ষক ও পথ প্রদর্শক ও দেশের শাসকের আনুগত্যের আদেশও খোদাই প্রদান করেছেন। আর আনুগত্যের ফলে 'খান্নাসের' কবল থেকে মুক্তিলাভ হবে। সুতরাং আশ্রয় প্রার্থনা করো যেন খান্নাসের কুমন্ত্রণার ক্ষতি থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত হও। কেননা, মুমিন একটি গর্তে দু'বার দংশিত হয় না। একবার যে পথ দিয়ে বিপদ আসে দ্বিতীয়বার এতে ক্লিষ্ট হয়ো না। অতএব এ সূরাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, দেশের শাসকের আনুগত্য করো। খান্নাসের মাঝে অপশক্তিকে এমনভাবে সুপ্ত রাখা হয়েছে যেভাবে খোদা তা'লা গাছপালা, পানি, আগুন প্রভৃতি এবং মৌলিক পদার্থে বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন। 'উনসর' অর্থাৎ 'মৌল উপাদানসমূহ' শব্দটি আসলে 'আন সির' অর্থাৎ 'সুপ্ত হতে'। আরবীতে 'সোয়াদ' 'সীন'-এ রূপান্তরিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এসব বস্তু ঐশী গোপনীয়তার অন্তর্ভূক্ত। প্রকৃতপক্ষে এখানে এসে মানবীয় গবেষণা থেমে যায়। মোটকথা প্রত্যেকটি বস্তুই খোদার পক্ষ থেকে প্রদত্ত; হোক না তা মৌলিক ধরণের বা যৌগিক ধরণের। যখন কথা এটাই, এমন শাসকগণকে প্রেরণ করে তিনি হাজারো রকমের অসুবিধা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন এবং এমন পরিবর্তন আনয়ন করেছেন যেন একটি জ্বলন্ত তন্দুর থেকে বের করে এমন একটি বাগানে আশ্রয় দিয়েছেন যেখানে মনোমুগ্ধকর গাছপালা রয়েছে এবং সবদিকে নদনদী প্রবাহিত। আর মৃদুমন্দ শীতল সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে। কেউ এসব অনুগ্রহ অস্বীকার করলে এটা বড়ই অকৃতজ্ঞতার কাজ হবে। বিশেষ করে আমাদের জামাতের লোকদের পক্ষে, যাদেরকে খোদা তা'লা অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন এবং যাদের মাঝে সত্যিকার

অর্থে কপটতা নেই। কেননা, তাদেরকে যার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে তার মাঝে অণু পরিমাণও কপটতা নেই। কৃতজ্ঞপরায়ণের উত্তম দৃষ্টান্তে পরিণত হওয়া উচিত আর আমার পরিপূর্ণ ও দৃঢ়বিশ্বাস আছে, আমার জামাতে কপটতা নেই এবং আমার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিকরণে তাদের বিচক্ষণতা কোন ভুল করে নি। এজন্যে যে, আমি প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি যার আবির্ভাবে ঈমানী বিচক্ষণতা লাভের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর খোদা তা'লা সাক্ষী ও অবহিত আছেন, আমিই সেই সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যার প্রতিশ্রুতি আমাদের প্রভু ও নেতা সত্যবাদী ও সত্যায়নকারী রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র মুখ প্রদান করে গিয়েছিলো। আর আমি সত্য সত্যই বলছি, যে আমার সাথে সম্পর্ক করে নি সে এ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

বিচক্ষণতা আসলে একটি অলৌকিক বিষয়। 'ফেরাসত' শব্দটিতে 'ফা' অক্ষরে 'যবর' দ্বারাও আছে এবং 'ফা' অক্ষরে যের দিয়েও আছে। যখন 'যবর' দ্বারা লেখা হয় তখন এর অর্থ হয় ঘোড়ার ওপরে চড়া। মু'মিন 'ফারাসতের' সাথে নিজের আত্মার উপর চাবুক নিয়ে সাওয়ার হয়। খোদার পক্ষ থেকে তার জ্যোতি লাভ হয়। এতে সে পথ চলে। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله । অর্থ-তোমরা মু'মিনের বিচক্ষণতাকে ভয় করো। কেননা, সে আল্লাহ্‌র জ্যোতির মাধ্যমে দেখে থাকে। মোটকথা আমাদের জামাতের সত্যিকারের বিচক্ষণতার বড় দলীল এই, তারা খোদার নূর ও জ্যোতিকে শনাক্ত করেছে। এ ভাবেই আমি আশা রাখি, আমাদের জামাত বাস্তবতার ক্ষেত্রেও উন্নতি করবে। কেননা, তারা কপট নয়। আর তারা আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণের এসব কর্মপদ্ধতি থেকে সর্বৈব পবিত্র যে, যখন তারা সরকারের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন তাদের প্রশংসা করে আর যখন ঘরে আসে তখন কাফির বলে। হে আমার জামাত! শোন! মনে রাখ, খোদা এমন কর্মপদ্ধতি পছন্দ করেন না। তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখো এবং কেবল খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে সম্পর্ক রাখো, পুণ্যবানদের সাথে পুণ্য কর্ম করো এবং পাপীদেরকে ক্ষমা করো। কোন ব্যক্তি সত্যবাদি হতে পারে না যতক্ষণ সে একই রং অবলম্বন না করে। যে কপটতাপূর্ণ চাল-চলন বজায় রাখে আর সেই রং অবলম্বন করে পরিশেষে সে ধৃত হয়। এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। মিথ্যাবাদীর স্মরণ শক্তি থাকে না।

এখন আমি আরো একটি জরুরী কথা বলতে চাই। আর তা হলো এই, সাম্রাজ্যকে অনেক অভিযান করতে হয় আর এটাও প্রজাদেরকে রক্ষা করার জন্যে হয়ে থাকে। তোমরা দেখেছো, আমাদের সরকারকে সীমান্তে বহুবার যুদ্ধ করতে হয়েছে। যদিও সীমান্তের লোকেরা মুসলমান; কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তারা ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। ইংরেজদের সাথে তাদের যুদ্ধ করা কোন ধর্মীয় কারণে বা ধর্মীয় দিক থেকে সঠিক নয়। আর তারা সত্যিকার অর্থে ধর্মের জন্য লড়াই করছে না। তারা কি এ আপত্তি তুলতে পারে যে, সরকার মুসলমানদের স্বাধীনতা দিয়ে রাখে নি? নিঃসন্দেহে দিয়ে রেখেছে। আর এমন স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে, এর দৃষ্টান্ত কাবুল ও কাবুলের আশপাশ থেকেও পাওয়া যেতে পারে না। আমীরের অবস্থা ভাল শোনা যাচ্ছে না। এসব সীমান্তের পাগলদের লড়াই করানোর মাঝে পেট ভরা ছাড়া কোন কারণ নেই। দশ-বিশ টাকা পেলেই তাদের গাজী হওয়ার সাধ মিটে যায়। এসব লোক যালেম স্বভাবের এবং তারা ইসলামের বদনাম করছে। ইসলাম যুগের শাসক ও অনুগ্রহপরায়ণ ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে। এসব হেয় প্রকৃতির লোক নিজেদের পেটের জন্যে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে। আর তাদের বদমায়েশি, ঔদ্ধত্য ও কসাইগিরির বড় প্রমাণ হলো এই, তারা একটি রুটির বদলে অনায়াসে একটি লোককে হত্যা করতে পারে। আমাদের সরকারকে আজকাল এমনই ট্রান্সভাল নামক ছোট একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। সেই রাজ্যটি পাঞ্জাব থেকে বড় নয়। আর এটা তাদের একেবারেই নির্বুদ্ধিতা, তারা এমন এক বিরাট সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ আরম্ভ করেছে; কিন্তু এখন সংঘর্ষ যখন আরম্ভ হয়েই গেছে তখন ইংরেজদের সফলতার জন্যে প্রত্যেক মুসলমানের দোয়া করা কর্তব্য। আমাদের ট্রান্সভালের কী প্রয়োজন? আমাদের ওপরে হাজারো অনুগ্রহ রয়েছে তাদের মঙ্গল কামনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এক প্রতিবেশীর এতটা অধিকার আছে, তার কষ্টের কথা শুনে যখন প্রাণ গলে যায়। সেক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের বিশ্বস্ত সৈন্যদের বিপর্যয়ের কথা পড়ে আমাদের প্রাণে কি ব্যাথা লাগবে না? আমার দৃষ্টিতে তার প্রাণ বড়ই কালিমালিপ্ত, যে গভর্ণমেন্টের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে করে না। স্মরণ রাখো! কুষ্ঠরোগ কয়েক প্রকার হতে পারে। এক প্রকার শরীরে লেগে যায়। যাকে কুষ্ঠরোগ বলা হয়। এক কুষ্ঠরোগ হলো তা, যা অন্তরে লেগে যায়। যার কারণে তার

স্বভাব খারাপ হয়ে যায় যে, লোকের খারাপ কাজে আনন্দ আর কল্যাণের কাজে দুঃখ-কষ্ট পায়। এ রকম এক লোক আমাদের ওখানে বাজারে থাকতো। কারও ওপরে যদি কোন মোকদ্দমা রুজু হয়ে যেতো সে জিজ্ঞেস করতো, মোকাদ্দমার অবস্থা কি? কেউ যদি বলে দিতো, সে মুক্তি পেয়ে গেছে বা অবস্থা ভালো এতে তার মাথায় যেন বাজ পড়তো আর সে চুপ মেরে যেতো। আর যদি কেউ বলে দিতো, আসামী শাস্তি পেয়েছে তাহলে সে খুব খুশী হতো এবং তার নিকট বসে সারাটা ঘটনা শুনতো। মোটকথা মানুষের স্বভাবে কারও অকল্যাণ কামনা করার এমন উপকরণ নিহিত, সে খারাপ সংবাদ শুনতে আগ্রহী এবং মানুষের অকল্যাণে আনন্দ লাভ করে। কেননা, শয়তানের আগুন তার মাঝে নিহিত। অতএব অমঙ্গল কামনা কোন মানুষের পক্ষেই ভাল নয়; আর অনুগ্রহপরায়ণের কথা তো ভিন্ন। সুতরাং আমি আমার জামাতকে বলছি, তারা যেন এরূপ লোকের দৃষ্টান্ত অবলম্বন না করে বরং পরিপূর্ণ সহানুভূতি ও সত্যিকারের কল্যাণকামী হওয়ার সাথে সাথে বৃটিশ সরকারের সফলতার জন্য দোয়া করে এবং কার্যত ও বিশ্বস্ততার আদর্শ দেখায়। আমরা একথা কোন পারিতোষিক বা পুরস্কারের খাতিরে বলছি না। আমাদের পার্থিব পারিতোষিক, পুরস্কার ও খেতাবাদির কী প্রয়োজন? আমাদের নিয়্যত সর্বজ্ঞ খোদা অবহিত আছেন। আমাদের কাজ কেবল তাঁর উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই নির্দেশে। তিনিই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আমরা এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিজেদের মহান প্রভু ও অভিভাবকের আনুগত্য করি আর তাঁর নিকটেই প্রতিদান প্রত্যাশা করি। সুতরাং তোমরা যারা আমার জামাতের লোক, তারা নিজেদের অনুগ্রহপরায়ণ সরকারের যথাযথ মর্যাদা দান করো।

এখন আমি চাই যেন আমরা ট্রান্সভাল যুদ্ধের জন্যে দোয়া করি। এ পর্যন্তই।

এরপর হযরত আকদস খুবই আবেগ ও নিষ্ঠার সাথে দোয়ার জন্যে হাত উঠান এবং উপস্থিত সকলে, যাদের সংখ্যা এক হাজার থেকে অধিক, দোয়া করেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিজয় ও সফলতার জন্যে দোয়া করেন। এরপর হযরত আকদস প্রস্তাব করেন, আহতদের জন্যে বৃটিশ সরকারের নিকট চাঁদা পাঠানো অবশ্যক। সেজন্য একটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা হয়েছে। এটা নিম্নরূপঃ

লেখক- মির্যা খোদা বখ্শ, কাদিয়ান থেকে।

নিজ জামাতের জন্যে জরুরী বিজ্ঞাপন

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحمدہٗ وَنُصلّی عَلٰی رَسُوۡلہ الکریم

যেহেতু হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ওপরে সাধারণভাবে এবং পাঞ্জাবের মুসলমানদের ওপরে বিশেষভাবে ব্রিটিশ সরকারের বড় বড় অনুগ্রহ রয়েছে। তাই মুসলমানগণ নিজেদের এ অনুগ্রহপরায়ণ সরকারের যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তা খুবই কম। কেননা, মুসলমানগণ এখন পর্যন্ত সেই যুগকে বিস্মৃত হয় নি যখন তারা শিখ জাতির হাতে একটি জ্বলন্ত তন্দুরের মাঝে নিপতিত ছিলো। আর তাদের অত্যাচারী হাতে মুসলমানদের কেবল পার্থিব জীবনই ধ্বংস হচ্ছিলো না বরং তাদের ধর্মীয় অবস্থা এথেকেও খারাপ ছিলো। ধর্মীয় কর্তব্যাদি পালন করা দূরে থাকুক কখনো কখনো নামাযের আযান দিলে প্রাণে বধ করা হতো। এমন বিলাপের নিকৃষ্ট অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা অনেক দূর থেকে এ কল্যাণময় সরকারকে আমাদের মুক্তির জন্যে রহমতের বারিধারার ন্যায় পাঠিয়ে দিলেন। এ সরকার এসে কেবল এ অত্যাচারীদের খপ্পর থেকেই রক্ষা করে নি বরং সব রকম নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করে জীবন নির্বাহের সব রকম সুযোগ-সুবিধার যোগান দিয়েছে। আর ধর্মীয় স্বাধীনতা এতটা দিয়েছে যেন আমরা বিনা বাধায় নিজেদের নির্ধারিত ধর্মের প্রচার খুবই সহজসাধ্য পদ্ধতিতে করতে পারি। আমরা ঈদুল ফিতরের অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি, এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তো ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এবং অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ অচিরেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মির্যা খোদা বখ্‌শ সাহেব প্রকাশ করবেন। আমরা এ পবিত্র ঈদ অনুষ্ঠানে সরকারের অনুগ্রহের উল্লেখ করে নিজ জামাতের যারা এ সরকারের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা পোষণ করে এবং অন্যান্য লোকদের ন্যায় কপটতাপূর্ণ জীবন যাপন করাকে তারা পাপ মনে করে, দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছিঃ তোমরা সকলে আন্তরিকভাবে নিজেদের এ সদাশয় সরকারের জন্যে দোয়া করো যেন আল্লাহ তা'লা তাদের ট্রান্সভালের এ যুদ্ধে মহান সফলতা দান করেন।

তদুপরি এ কথাও বলছি, হক্ আল্লাহ তা'লার পরে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত মহান কর্তব্য হলো সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা এবং বিশেষভাবে এমন এক অনুগ্রহপরায়ণ সরকারের সেবকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা পুণ্যের কাজ যারা আমাদের প্রাণ ধন-সম্পদ এবং সবচেয়ে অধিক আমাদের ধর্মকে রক্ষা করেছেন। এজন্যে আমাদের জামাতের লোক যেখানে রয়েছে নিজেদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী বৃটিশ সরকারের সেসব আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে যেন চাঁদা দেয় যারা ট্রান্সভাল যুদ্ধে আঘাত পেয়েছে। সুতরাং এ বিজ্ঞাপন অনুযায়ী আমার জামাতের লোকদের জানানো যাচ্ছে, প্রত্যেক শহরের তালিকা পূর্ণ করে এবং চাঁদা আদায় করে যেন ১ মার্চের পূর্বে মির্যা খোদা বখ্শ সাহেবের নিকট কাদিয়ানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কেননা, এ দায়িত্ব তার ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। তালিকাসহ যখন আপনাদের টাকা এসে যাবে তখন এ চাঁদার তালিকা সেই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করা হবে যার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। আমাদের জামাত এ কাজকে আবশ্যকীয় মনে করে অতি সত্ত্বর পালন করুক। ওয়াস্সালাম।

লেখক- মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ ইং

সুসংবাদ

১০ ফেব্রুয়ারীর বিজ্ঞাপনে এই আকাঙ্খা ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, কার্যবিবরণীর সাথে সাথে চাঁদাদাতাদের নামের তালিকাও প্রকাশ করা হবে। কিন্তু যেহেতু কার্যবিবরণীর পরিধি বেড়ে গিয়েছে তাই হযরত ইমাম হামাম হাদিয়ে আনাম এই তালিকা প্রকাশ করাকে সমীচীন মনে করেন নি। বড় অঙ্কের অর্থ শুধুমাত্র গুটিকতক বন্ধুর পক্ষ থেকে আদায় হয়েছে এবং অবশিষ্ট অর্থ অনেক কম। অতএব, এর বড় অঙ্কের অর্থ মালীর কোটলা নিবাসী রইস নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের পক্ষ থেকে এসেছে আবার যৎসামান্য অনুদানও আছে যার পরিমাণ ৩ পয়সা পর্যন্ত।

যেহেতু হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে বেশি দেরি করা পছন্দ করতেন না। তাই বিজ্ঞাপনে নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে পাঁচশ রুপী পাঞ্জাব সরকারের প্রধান সচিবের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব উপরোক্ত বাহাদুর সাহেবের পক্ষ থেকে যে রশীদ এসেছে তা আমরা এখন লিপিবদ্ধ করব। কিন্তু রশীদ লেখার পূর্বে আমরা এই বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি যে, হযরত আকদাস তাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট যারা নিজেদের সাধ্য, সামর্থ্য ও অবস্থা অনুযায়ী বৃটিশ সরকারের আহত, বিধবা এবং এতিমদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে এবং সাহায্য করেছে এবং ধন্য তারা, যারা প্রকৃত ইমামের নির্দেশ পালনে শুধুমাত্র নিজেদের পীর মুর্শিদকেই সন্তুষ্ট করে নি উপরন্তু প্রকৃত রাজাধিরাজ এবং রূপক শাসকের সন্তোষভাজন হয়েছে। কেননা, পৃথিবী ও আকাশের বাদশাহ্ মুসলমানদের কাছে বিরাজমান এই পবিত্র গ্রন্থে হাকুকুল্লাহ্‌র (আল্লাহ্‌র অধিকার) পর হাক্কুল ইবাদ (তথা বান্দার অধিকার) রক্ষার জন্য কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনকে নিজ সন্তুষ্টি ও আনন্দের কারণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, সেই ব্যক্তি যে কোন ধর্ম কিংবা যে কোন জাতির-ই হোক না কেন। প্রাচ্যের হোক বা পাশ্চাত্যের হোক সকলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন। তারপর যে ব্যক্তি অনুগ্রহশীল এবং আমাদের অধিকার রক্ষা করে তার প্রতি সহমর্মিতা

প্রদর্শন করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই বৃটিশ সরকারের চেয়ে বেশি অনুগ্রহকারী ও শুভাকাঙ্খী আর কে আছে যে মুসলমানদেরকেও প্রায়ই সাহায্য করেছে আর বিপজ্জনক ও প্রাণঘাতী বিপদাবলী থেকে রক্ষা করে শান্তি ও নিরাপত্তার চাদরে স্থান দিয়েছেন।

এই দরিদ্র জামাতের পক্ষ থেকে যে চাঁদা প্রেরণ করা হয়েছিল তা মহামান্য সরকারের তুলনায় নিতান্তই সামান্য ছিল, কিন্তু উচ্চ সাহসিকতা সম্পন্ন সরকার একে সাদরে গ্রহণ করেছে এবং সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। সৌভাগ্যবান তারা যারা সমসাময়িক সরকারের সুখে দুঃখে অংশীদার হয়ে উর্দ্ধতন এবং অধীনস্থের মর্যাদাকে দৃষ্টিপটে রাখে। আর কতই না উচ্চ সাহসিকতা সম্পন্ন এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সেই সরকার যে আপন প্রজাদের নগন্য চাঁদা এবং শুভেচ্ছাকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। এটি কি কম সম্মানের কথা যে, পাঁচশ রূপির মত নগণ্য অর্থের বিনিময়ে নবাব লেফটেন্যান্ট গভর্ণর সাহেব বাহাদুর বালক্বাবা সন্তুষ্টি প্রকাশে রশিদ প্রেরণ করছেন এবং ডাকের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিজয়ের শুভেচ্ছা জানানোর ফলে প্রশংসা করায় জনাব নওয়াব গভর্ণর জেনারেল ভাইসরয় বাহাদুর বালক্বাবা এবং পাঞ্জাবের লাট সাহেব দুজনেই পৃথক পৃথকভাবে জনাব ইমাম হাম্মাম হাদি আনামকে চিঠির মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। এই সরকার কৃতজ্ঞতা লাভের দাবিদার। খোদা তা'লা এই শান্তিপ্রিয় ও স্বাধীনতাপ্রিয় সরকারকে দীর্ঘস্থায়ী করুন এবং একে ঐশী রাজত্ব থেকে বিপুল পরিমাণে কল্যাণমন্ডিত করুন। এখন তিনটি চিঠির অনুবাদ নিচে উপস্থাপন করছি যাতে পাঠকবৃন্দ এ থেকে আনন্দিত হতে পারে।

পত্র নম্বর - ২৩৪

জে, এম, সি, ডুই সাহেব বাহাদুর আই, সি, এস, পাঞ্জাব সরকারের তদানিন্তন প্রধান সচিবের পক্ষ থেকে...

গুরদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান গ্রামের রইস বা সরদার লাহোর নিবাসী মির্যা গোলাম আহমদ-এর সমীপে, তারিখ: ২৬ মার্চ, ১৯০০ সাল।

জনাব,

নবাব লেফটেন্যান্ট গভর্ণর বাহাদুর সাহেবের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন আপনাকে অবগত করি, আপনি এবং আপনার অনুসারীদের পক্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার অসুস্থ্য ও আর্ত-পীড়িতদের সাহায্যার্থে যে ৫০০ রুপি প্রেরণ করেছেন তা পৌঁছেছে এবং কিং কিং কোম্পানির সদস্যদেরকে মুম্বাই প্রেরণ করা হয়েছে।

লিপিকার আপনার একান্ত বাধ্যগত সেবক, জে, এম, ডুই। পাঞ্জাব সরকারের প্রধান সচিবের প্রতিনিধি।

পত্র নম্বর ১৬৬

তারিখ: ০৯ মার্চ ১৯০০ সালে লাহোর থেকে।

জনাব ডবলিউ আর এইচ মার্ক সাহেব, সি, এস, আই.-এর পক্ষ থেকে পাঞ্জাব সরকারের প্রধান সচিব,

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানের নেতা জেলা গুরদাসপুর এর সমীপে-

জনাব,

লেফটেন্যান্ট গভর্ণর বাহাদুর সাহেবের পক্ষ থেকে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ব্রিটিশ সরকারের দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বিজয় অর্জন হয়েছে তার জন্য আপনি যে শুভেচ্ছাবাণী দিয়েছেন তার বিনিময়ে আমি যেন আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আপনার একান্ত অনুগত সেবক ডব্লিউ মার্ক।

বর্তমান প্রধান সচিব গভর্ণর পাঞ্জাবের প্রতিনিধি

পত্র নম্বর- ২১১

ডব্লিউ আর এইচ মার্কস সাহেব বাহাদুর সি, এস, আই, গভর্ণর পাঞ্জাবের

প্রতিনিধি লাহোর নিবাসী কাদিয়ানের নেতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবের সমীপে। তারিখ: ২১ মার্চ, ১৯০০।

জনাব,

আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন আপনাকে এ বিষয়ে অবগত করি যে, ব্রিটিশ সরকার আফ্রিকায় যে বিজয় অর্জন করেছে সে বিষয়ে আপনার দেয়া শুভেচ্ছা ভারত সরকার সাদরে গ্রহণ করেছেন।

আপনার একান্ত বাধ্যগত সেবক ডব্লিউ মার্ক সাহেব। পাঞ্জাবের গভর্ণরের প্রধান সচিবের প্রতিনিধি।

ইংরেজি পত্রের অনুবাদ

নম্বর - ৩০৭ তারিখ: ১৮ এপ্রিল, ১৯০০

গুরদাসপুর জেলার কাদিয়ানের অধিবাসী মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সমীপে, নিম্নোল্লেখিত চিঠি এই অফিস থেকে নম্বর: ২৩৪ তারিখ ২৬ মার্চ ১৯০০ সাল প্রেরণ করা হোক।

পাঞ্জাবের গভর্ণর-এর অধিনস্থ সচিবের নির্দেশে অধিনস্থ সচিব সাহেবের স্বাক্ষর

ইংরেজি রশিদের অনুবাদ ডি-নম্বর: ১৪৩৮- লর্ড মেয়রের তহবিল। যা ট্রান্সভালের বিধবা, এতিম এবং আহতদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নিবাসী মির্যা গোলাম আহমদ এবং তাঁর অনুসারীদের পক্ষ থেকে ৩১ মার্চ, ১৯০০ সালে মুম্বাই থেকে পাঁচশ রূপীর একটি অঙ্ক পৌঁছেছে। এই চাঁদা উপরোল্লেখিত তহবিলের জন্য ব্যয় করা হবে। যথাযোগ্য উপায়ে সম্মানিত লর্ড মেয়র বাহাদুর সাহেবের সম্মানে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্বাক্ষর কিং কিং কোম্পানির হিসাব রক্ষক

কাদিয়ানের মির্যা খোদা বখশের পক্ষ থেকে।

মৌলভী আব্দুল্লাহ সাহেব কাশ্মিরীর কাসিদা

অশেষ গুণগান সেই পালনকর্তার,

জগতের সবকিছুর মাঝে যার রূপ-সৌন্দর্য্য দৃশ্যমান।

বাহ্যিকভাবেও নিজ রূপে-গুণে তুমি প্রকাশমান,

আমাদের সত্তাকে পূর্ণতা দানে এ জগতে তুমি বিরাজমান।

আমাদের বেঁচে থাকা, স্থায়ীত্ব লাভ, জীবন টিকে থাকাও,

আমাদের প্রয়োজন পূর্ণকারী অগণিত জিনিস তাঁরই দান।

জগতের সবকিছু আমাদের দেহ ও প্রাণের সেবায় দন্ডায়মান,

এ সবকিছু আমাদের প্রভুর নিজ দয়ায় দান।

এই উজ্জ্বল চন্দ্র-সূর্য, এই জমিন ও আসমান,

সুস্বাদু খাবার, মনোমুগ্ধকর পোষাক, সুস্বাদু ফলফলাদি ।

এই মৃদুমন্দ বাতাস যা সর্বদা প্রবাহিত হচ্ছে- এ সবই সেই কিবরিয়া খোদার দান,

তাঁর দয়া বিনে যুগ হয়ে যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার।

মোটকথা প্রত্যেক গুণগান সত্য খোদার জন্যই প্রযোজ্য,

কেননা তাঁর দয়ার গুনাগুণ সমুদ্রের ন্যায় অসীম-অতল।

তাঁর দয়া ও কৃপা তাঁর সম্মানকে চূড়ায় নিয়ে গেছে,

তাঁর দয়ায় তিনি পূর্ণ সৌন্দর্যসহ দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

তাঁর চেহারা নিজ লালন-পালনের গুণে প্রকাশ পেয়েছে,

কেননা তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের দেহ-প্রাণের সঞ্চার করেছেন।

পিতা-মাতা হল মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিচ্ছায়া,

এ কারণেই মা নিজ সন্তানকে নিজ কোলে আঁকড়ে থাকেন।

মানবের চরিত্রে পূর্ণতা কীভাবে আসে তার একটি বিষয় জেনে রাখ,

প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহগুলো চাক্ষুস কর।

খোদার দয়ার বহির্প্রকাশ হল, খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ,

ঈমানের সেই কথা স্মরণ আছে! "যে মানুষের অনুগ্রহ স্মরণ করে না সে..."?

আল্লাহ বলেছেন, হে মোমেনরা! পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহ কর,

এভাবেই অনুগ্রহের রহস্য প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে প্রকাশ পায়।

চিরস্থায়ী খোদার একত্ববাদ এবং তাঁর ধর্মের পথের দিশা প্রদান,
আমাদের সেই পবিত্রাত্মার অনুসরণে পালনকর্তা প্রভু প্রকাশিত হয়েছেন।

এ যুগে সেই সূর্য হিন্দুস্তানে প্রকাশিত হয়েছে,

জগতে প্রকাশিত হয়েছে কেননা সূর্য হল দিনের অর্ধেক।

আমি সেই মহান সত্তার গুণগান কীভাবে গাইব?

আমি সেই মহান সত্তার গুণ ও সৌন্দর্যের কী-ই-বা জানি?

আমাদের মনিব, আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের নেতা, ধর্মের বাদশাহ্,

প্রত্যেক যুগেই মুহাম্মদ (সা.)-এর পাগল প্রেমিক হতেই থাকবে।

তাঁর পবিত্র চেহারায় চিরস্থায়ী প্রেমাস্পদের সুগন্ধি উদ্‌গত হয়,

তাঁর মিশকওয়ালা মাথার চুলে তাতারের কস্তুরির ঘ্রাণ নির্গত হয়।

এ জগতে তিনি ঝলমল করছেন যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র,

তাঁর ঝর্ণাধারা থেকে ঈমানদায়ী জীবনসুধা বয়ে চলেছে।

সেই মৃদুমন্দ বাতাস দ্বারা পুস্পহৃদয়গুলোর ঈমান সতেজ হয়েছে,

পবিত্রচেতা মস্তিষ্কগুলোতে বসন্তের হাওয়া লেগেছে।

মুহাম্মদ (সা.)-এর ফুলবাগানে এই বুলবুল আর্তনাদ করেছে,
কেননা ধর্মের বাগান বিরাণ হয়ে গেছে, হায়! যদি আবার বসন্ত আসতো।
হে সৌভাগ্যকামী! বুলবুল তো পবিত্র সত্তার আস্তানায় আছে,
বিলাপ করে পবিত্রাত্মাদের হৃদয়ের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে।
তাঁর অনুসরণে খোদার নৈকট্যের উচ্চাসনে আরোহন সম্ভব,
মুহাম্মদের প্রেমের শারাব পানে সে হয়েছে বিভোর।
আল্লাহ্ তাঁর নিজ নেয়ামতসমূহকে জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন,
ক্ষমতাবান খোদার জগতে তিনি ছিলেন প্রিয়ভাজন।
আকাশ থেকে কাদিয়ানে তাঁর অবতরণ,
জগতে ছিল মৃতের ছড়াছড়ি, এ যুগে এসে বসন্তের বৃষ্টি হয়েছে।
তাঁর সত্যায়নে আকাশ থেকে বাণী এসেছে,
একই রমযানে চাঁদ-সূর্য সাক্ষী দিয়েছে, এমনকি মহান নক্ষত্রও।
রূপকভাবে ঈসা তিনি, শেষ যুগের মাহদী তিনি,
ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসীদের ভুল বিশ্বাস খন্ডন করতে আগমন তাঁর।
যুদ্ধবাজ গাজীদের শিরচ্ছেদের উদ্দেশ্যে,
যাদের কৃতকর্মের দ্বারা ইসলামের দুর্নাম হয়েছে।
এ যুগে ইমাম আগমন করেছেন সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করতে,
ঈমানের রহস্য উদ্ধার করে জগতে প্রকাশ করতে।
মানবের দয়াল প্রভু কুরআনে বলেছেন,
এটি বাদশাহ্‌র প্রকাশের ইশারা বিশেষ।
জগতে মানবের জন্য তিনি ন্যায় বিচারক বাদশাহ্,

খোদার কৃপার তিনি ছিলেন প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ।

যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্‌র উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না,
সে তো আল্লাহ্ তা'লার অস্বীকারকারী, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ ।

সেই নবী তো পবিত্র নবী যিনি সকল নবীর বাদশাহ্ নবী,

যিনি কিসরার বাদশাহ্‌কে দান করেছেন সম্মান ও প্রতিপত্তি।

সম্মানিত সত্তা বলেছেন, পুণ্য দ্বারা পুণ্যের সৃষ্টি হয়,

অসৎ ব্যক্তিত্ব ও পাপীর দ্বারা পাপ ও বাজে অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

সৃষ্টির কল্যাণ করতে হলে স্রষ্টাকে চেনা আবশ্যক,

অস্বীকারকারী সত্যের কলঙ্ক তার ঠিকানা ও আশ্রয়স্থল কতই না মন্দ।

মোটকথা পবিত্র এ যুগে এই হিন্দুস্তানের বাদশাহ,

তিনিই যার অনুগ্রহে শরতের বাতাস বসন্তে পরিণত হয়েছে।

চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে এই রাজত্বের ন্যায়ের ছায়া,

এমনই এক যুগে পৃথিবীতে আগমন করেছে সফল মাহ্‌দী।

সরকার যেন আমাদের উপর পবিত্র খোদার ছায়াস্বরূপ,

স্মরণ করা উচিত চর্মবিহীন অত্যাচারীদের যুগের কথা।

শিখদের রাজত্বকালে সর্বত্রই যুলুম অত্যাচার দৃষ্টিগোচর হত,

তারা নির্মম ও অবিরাম নির্যাতন চালাত।

আযানের ধ্বনিতে মহাবিপদ নেমে আসত,

একটি সাধারণ গাভীর জন্য মানুষকে জীবন্ত আগুনে জ্বালানো হত।

তাদের এই অত্যাচারে পৃথিবী ছিল অন্ধকার রজনী,

হঠাৎ করেই আলোকবর্তিকাসম এক দায়িত্ববান বাদশাহ্‌র আগমন হল।

এই বরকতময় রাজত্ব যেহেতু আমাদের উপর ছায়াস্বরূপ বিরাজমান,

খোদার অনুগ্রহে আচমকাই আমাদের রাত্রি রূপান্তরিত হল দিবায়।

এই রাজত্বের আবির্ভাবে শান্তি ও প্রাচুর্য্য এসে উপস্থিত হল,

ঈমান যেন উর্দ্ধলোক থেকে রাজকীয় বেশে নেমে এল।

সেই খোদা তাঁর দলিলের পূর্ণতায় আকাশ থেকে ধনভান্ডার নাযিল করলেন,

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যকারী তরবারি অবতীর্ণ করলেন।

ঐশরিক তীরের আঘাতে অন্ধ দাজ্জাল পরাজিত হল,

আথমের ভাগ্যে ছিল এক চোখ যার পরিণতি ধ্বংস।

ধারালো ছুরির আঘাতে অপবিত্র লেখরাম নিহত হল,

আর্য্যগণ সত্য বিমূখীতার দরুণ লজ্জিত হল।

দুষ্টভাষী উকিলেরও কোন শক্তি ছিল না,

ঐ মৃতের পাশে তাদের ঈশ্বরও ছিল নির্বিকার।

এই যুবক হচ্ছেন সেই পবিত্র বাগানের একটি বৃক্ষের শাখা,

যার মালি সেই ফলদার বৃক্ষকে করে যাচ্ছেন সিঞ্চন।

নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় আজ সর্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজমান,

নিজ পায়ে আজ নিজেই মারছে কুঠার নিজেকে আজ নিজেই জ্বালাচ্ছে আগুনে।

তাঁর ললাটে সত্যের নূর অবিরাম প্রজ্জ্বলিত,

তাঁর সরলতার কস্তুরি সুগন্ধে আজ জগত সুরভিত।

সেই পূর্ণচন্দ্রের প্রশংসায় আমার হৃদয়ে এক স্রোতস্বিনী প্রবাহমান,

কিন্তু অসীম সমুদ্রের বর্ণনা কখনো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ইনি সেই সর্বোত্তম বাদশাহ্‌র দাস যার নাম মুস্তফা,

যিনি হচ্ছেন খোদা তা'লার তৌহিদের এক মজবুত কুঠার।

তিনি পৃথিবীতে খৃষ্টানদের প্রতিমার অক্ষমতা করেছেন প্রমাণ,

দীর্ঘকালের প্রাচীন দেহাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে খানইয়ারে।

পবিত্র ও প্রতাপান্বিত বাগানের সুকণ্ঠি বুলবুলি আর্তনাদ করে জানান দিচ্ছে,

তিনি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ভালোবাসার বাণী নিয়ে আগমন করেছেন।

মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত পবিত্র পালোয়ান ফেরেশতাগণ,

তাঁর সেবায় ডানে ও বামে নিয়োজিত।

খোদা তা'লার শক্তির কার্যাবলি প্রকাশিত হচ্ছে,

মৃতদেহ ভক্ষনকারী অস্বীকারকারীদের পর্দা ভেদ করে।

প্রবঞ্চনার সমুদ্র ব্যতীত কেউ তাঁর সাহায্যকল্পে এগিয়ে আসল না,

শত্রুরা ঘেউ ঘেউ চিৎকার করে গুহায় আশ্রয় নিল।

ভূপৃষ্ঠে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে,

যেহেতু এই মহান সত্তার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ।

এই উৎসবের মহানায়ক যিনি মুমিনদের পথপ্রদর্শক,

ধর্মের সাহায্যকল্পে শক্তিশালী নিদর্শন সহকারে আগমন করেছেন।

ঐশী কল্যাণধারায় এই শান্তিধাম সুসজ্জিত,

সকল সৃষ্টি ও বিশ্বজগতের চারপাশ হয়ে গেছে আলোকিত।

আমাদের আপাদমস্তক সরল অন্তঃকরণে এই সাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্খী,

এটি কোন ধোকা বা চাটুকারিতা নয় বরং খোদা তা'লার নির্দেশ।

যেহেতু খোদা তা'লার বাণী এটাই যে- সদাচরণ কর সদাচারীদের সাথে,
কিন্তু বক্র কথা দিয়ে অজ্ঞরা নিজেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।
অজ্ঞরা মসজিদে বসেই আমাদেরকে তিরস্কার করে,
এই সম্মানিত বাদশাহ্‌র হীতাকাঙ্খিতার জন্য।
আমরা এই সমস্ত কুকুরের ঘেউ ঘেউ চিৎকারে মোটেও বিচলিত নই,
তাদের মুনাফেকী ও কপটতা দেখে আমরা লজ্জিত ও হতবাক।
আমরা এই হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌র সৌভাগ্য কামনা করি,
জগতের এরূপ অপবিত্র ব্যক্তিদের সাথে আমাদের কী কাজ?
হে মানুষের প্রভু! আমরা যেন সর্বদা তোমার আশ্রয়ের সন্ধানে থাকি,
সে সমস্ত প্রাণঘাতী শত্রুদের অনিষ্ট থেকে যারা সর্প সদৃশ।
হে সত্যান্বেষীদের আশ্রয়স্থল, পৃথিবী ও বিশ্বজগতের প্রভু,
জগতের এই সরল সত্যাশ্রয়ীদের উপর তোমার অনুগ্রহের বারি বর্ষণ কর।
এই বক্র স্বভাবের অপবিত্র ব্যক্তিরা সত্য থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নিচ্ছে,
তাদের এই ঔদ্ধত্যে তাদের উপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত।
আমার এই অসহায় অবস্থার উপর দৃষ্টি দিয়ে আমার উপর অনুগ্রহ কর,
আমি বিশ্বজগতের সেই নেতার প্রেমের মদিরা পান করে নেশাতুর ।
তিনি নবী করীম (সা.)-এর প্রেমিক মসীহ কাদিয়ানী,
উভয় জগতে ঐশী রহমতের মৃদুমন্দ বাতাসে হোক সে সিক্ত।